

হারানো, এভিটএভিট, ক্রয়-
বিক্রয়, নাম সংশোধন সহ
বাণিজ্যিক ও ব্যক্তিগত
বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ
করুন যুব বিচিত্রা কার্যালয়ের
বিজ্ঞাপন বিভাগে।
Mob : 9678280073

সাপ্তাহিক

যুব বিচিত্রা

সত্যের খোঁজে সবার আগে.....

RNI : ASSBEN/2023/88999

Postal Regn No : SC-104/2025-2027

এশিয়ান
গেইমসে
বাঙালির
অংশগ্রহণ

৮নং পৃষ্ঠা



VOL - 03, ISSUE - 11

YUBO BICHITRA (Bengali Weekly), Friday 25 September, 2026::: শুক্রবার, ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৬, ৭ আশ্বিন, ১৪৩২ বাংলা

RS. 10/-

শিলচর পুর নিগম নির্বাচন: রংপুরে বিজেপির প্রথম বিজয় সংকল্প সমাবেশ



মুন্না আচার্য, শিলচর . শিলচর পুর নিগম নির্বাচনকে সামনে রেখে রংপুরের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের শ্যামাপ্রসাদ লেন সংলগ্ন মাঠে বিজেপির

উপস্থিত ছিলেন বিজেপির রাজ্যিক সভাপতি দিলীপ শইকীয়া এবং রাজ্য সাধারণ সম্পাদক ঋতুপর্ণ বরুয়া।

সমাবেশে শিলচর পুর নিগমের ১ থেকে ৫ নম্বর ওয়ার্ডের বিজেপি মনোনীত প্রার্থীরা উপস্থিত ছিলেন। বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্য সভাপতি দিলীপ শইকীয়া নগর উন্নয়ন, নাগরিক পরিষেবা এবং আসন্ন পুর নির্বাচনকে ঘিরে দলের বিভিন্ন কর্মসূচি ও অবস্থান তুলে ধরেন।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন বিজেপি নেতা তথা আইনজীবী সঞ্জয় ঠাকুর। মঞ্চে ১ থেকে ৫ নম্বর ওয়ার্ডের দলীয়

নির্বাচনে শিক্ষাগত
যোগ্যতার ভূয়ো নথির
দোকান খুলেছে বিজেপি:
অমিত কালোয়ার

যুব বিচিত্রা প্রতিবেদন, শিলচর : পুর নিগম নির্বাচনে প্রার্থীদের শিক্ষাগত যোগ্যতার সার্টিফিকেট বিতর্কে ঘিরে বিজেপিকে ফের আক্রমণ করল কংগ্রেস। বুধবার সাংবাদিক

বিশ্ব গণ্ডার দিবসে প্রধানমন্ত্রীর মোদির

যুব বিচিত্রা, প্রতিনিধি, নয়াদিল্লি : বিশ্ব গণ্ডার দিবস উপলক্ষে একশৃঙ্গ গণ্ডার সংরক্ষণে উদ্যোগের প্রশংসা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এই প্রজাতির সুরক্ষায় কাজ করে চলা সকলের প্রতি তিনি কৃতজ্ঞতা জানান। মোদি বলেন, বিশ্বের একশৃঙ্গ গণ্ডারের প্রায় ৮০ শতাংশই অসমে রয়েছে। গণ্ডার শিকার বন্ধ করতে কাজিরাঙা জাতীয় উদ্যানের উদ্যোগও ব্যাপক প্রশংসা পেয়েছে বলে

প্রধানমন্ত্রীর মেমেন্টো নিলামে অসমের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য



যুব বিচিত্রা প্রতিনিধি, নয়াদিল্লি : প্রধানমন্ত্রীর মেমেন্টো ই-নিলামের অন্তিম পর্বে অসমের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক ঐতিহ্য তুলে ধরছে ঐতিহ্যবাহী তাঁত, বাঁশ-বেতের কারুশিল্প, কাঁসার সামগ্রী এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ও ঐতিহাসিক ঘটনার স্মারক। সংগ্রহে বীর চিলারায়, ভারতরত্ন লোকপ্রিয় গোপীনাথ বরদলৈ, স্বর্গদেউ চাওলুং চুকাফা

রাতবাড়িতে নিষিদ্ধ মাছ' বিতর্কে তোলপাড় ক্ষুদ্র মৎস্যচাষী এবং বিক্রেতার, প্রশাসন ও যোগান বিভাগের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন

সুরজিৎ দাস, হাইলাকান্দি : শ্রীভূমি জেলার রামকৃষ্ণনগর বিধানসভা এলাকার ঐতিহ্যবাহী রাতবাড়ি কাজিরবাজারে নিষিদ্ধ মাছ বিক্রিকে ঘিরে তৈরি হয়েছে বিতর্ক। নিষিদ্ধ প্রজাতির মাছ বিক্রির বিষয়ে ব্যবসায়ীদের সতর্ক করার ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন এলাকার মৎস্যচাষী ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা। তাঁদের দাবি, সংশ্লিষ্ট মাসের চাষ বা বিক্রি সম্পূর্ণ বন্ধ করার কোনও নতুন সরকারি নির্দেশ না থাকা সত্ত্বেও তাঁদের ওপর অযথা চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে। রাতবাড়ি কাজিরবাজারে সম্প্রতি নিষিদ্ধ প্রজাতির মাছ বিক্রির বিষয়ে কয়েকজন ব্যবসায়ীকে সতর্ক

বড়খলা সরকারি আদর্শ মহাবিদ্যালয়ে জেনারেটরের উদ্বোধন বিধায়ক কমলাক্ষের



যুব বিচিত্রা প্রতিনিধি, শিলচর : কলেজের উন্নয়নে নতুন সংযোজন। কাটিগড়ার বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থের উদ্যোগে সরকারি আদর্শ মহাবিদ্যালয়, বড়খলায় একটি ১০ কেভি জেনারেটর আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয় বৃহস্পতিবার। কলেজের জন্য জেনারেটর মঞ্জুর করার বিষয়ে বিধায়কের পূর্বপ্রতিশ্রুতি এদিন বাস্তবায়িত হওয়ায় কলেজ পরিবারে আনন্দের পরিবেশ সৃষ্টি হয়। এদিন এনসিসি ক্যাডেটদের আনুষ্ঠানিক অভ্যর্থনার মধ্য দিয়ে

অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। এরপর কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ সাহাবুদ্দিন আহমেদ বিধায়ককে পুষ্পস্তবক ও উত্তরীয় দিয়ে সংবর্ধনা জানান। প্রদীপ প্রজ্জ্বলন এবং বন্দে মাতরম পরিবেশনের পর বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ, অধ্যক্ষ ডঃ সাহাবুদ্দিন আহমেদ এবং কলেজের গভর্নিং বডির সভাপতি ডঃ বিজিত গোস্বামী যৌথভাবে ১০ কেভি জেনারেটরটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানের স্বাগত ভাষণে অধ্যক্ষ ডঃ সাহাবুদ্দিন আহমেদ কলেজের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা তুলে ধরেন। এরপর বিধায়ক শ্রী কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশে এক অনুপ্রেরণামূলক বক্তব্য রাখেন। তিনি শিক্ষার্থীদের অধ্যবসায়, শৃঙ্খলা ও ইতিবাচক মানসিকতার সঙ্গে নিজেদের ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার আহ্বান জানান। গভর্নিং বডির সভাপতি ডঃ বিজিত গোস্বামী তাঁর মূল্যবান বক্তব্যের মাধ্যমে অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে আলোকিত করেন। পরবর্তী পর্যায়ে স্থানীয় জনগণ ও অভিভাবকেরা বিভিন্ন সমস্যা ও দাবি-

শিলচর পৌর নিগম নির্বাচনে ৬নং ওয়ার্ড সহ
শিলচরবাসীদের জানাই উষ্ণ অভিনন্দন
আসন্ন নির্বাচনে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে বিবেক
ভোট সহ নিজ এলাকার উন্নয়নে সঠিক জায়গায়
নিজের ভোট প্রদানের আহ্বান রইল।

ধন্যবাদ —

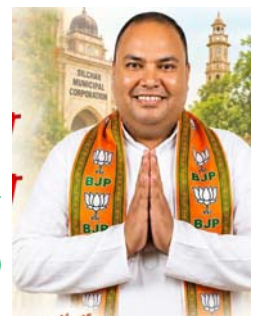
রঞ্জিত দেব নাথ
কংগ্রেস প্রার্থী ৬ নং
ওয়ার্ড
শিলচর পৌর নিগম
(কাছাড়)



শিলচর পৌর নিগম নির্বাচনে ১৭নং ওয়ার্ড সহ
শিলচরবাসীদের জানাই নির্বাচনী অভিনন্দন।
আসন্ন নির্বাচনে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধ হয়ে
নিজ এলাকার উন্নয়নে সঠিক জায়গায় নিজের ভোট
প্রদানের আহ্বান রইল। উন্নত নাগরিক সুবিধা,
পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর ওয়ার্ড, স্বচ্ছ কার্যক্রম, সবাইকে
সঙ্গে নিয়ে সমতুল্য উন্নয়ন আমাদের লক্ষ্য।

ধন্যবাদ

আতাউর রহমান লস্কর
১৭ নং ওয়ার্ডের বিজেপি প্রার্থী
শিলচর পৌর নিগম (কাছাড়)



শিলচর পৌর নিগম নির্বাচনে ২৪ নং ওয়ার্ডের
ভোটারদের জানাই উষ্ণ অভিনন্দন
আসন্ন নির্বাচনে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে বিবেক ভোট
সহ নিজ এলাকার উন্নয়নে সঠিক জায়গায় নিজের
ভোট প্রদানের আহ্বান রইল।

ধন্যবাদ

ফাতিমা চৌধুরী
নির্দলীয় প্রার্থী ২৪
নং ওয়ার্ড
শিলচর পৌর নিগম
(কাছাড়)



একের পাতার পর —

শিলচর পুর নিগম নির্বাচন: রংপুরে বিজেপির প্রথম বিজয় সংকল্প সমাবেশ

প্রার্থীদের পাশাপাশি বিজেপির সাংসদ ও বিধায়করাও উপস্থিত ছিলেন। শিলচর পুর নিগমের প্রথম নির্বাচনকে ঘিরে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের তৎপরতা বাড়ার মধ্যেই এই সমাবেশের মাধ্যমে বিজেপিও তাদের নির্বাচনী কর্মসূচি আরও জোরদার করার বার্তা দিল।

নির্বাচনে শিক্ষাগত যোগ্যতার ভুয়ো নথির দোকান খুলেছে বিজেপি : অমিত কালোয়ার

সম্মেলন ডেকে কংগ্রেস নেতা ডাঃ অমিতকুমার কালোয়ার বিজেপিকে কটাক্ষ করে বলেন, গেরুয়া দল কি প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতার ভুয়ো সার্টিফিকেটের দোকান খুলেছে?

দুর্নীতির এই পথ বেছে নেওয়ার জবাব ভোট বাস্তবই পাবে দল।

ডাঃ কালোয়ার বলেন, বিজেপি প্রার্থীদের মধ্যে বেশ কয়েকজন মনোনয়নপত্রের হলফনামায় শিক্ষাগত যোগ্যতার যে সব তথ্য উল্লেখ করেছেন এগুলো দেখে গোটা শিলচর শহরজুড়ে প্রশ্ন উঠেছে, এই দল প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে কি আসল ডিগ্রিধারী শিক্ষিত ব্যক্তি পায়নি? তিনি বলেন, বিজেপি অধ্যাপক প্যানেল বসিয়ে স্ক্রুটিনের নামে শুধু লোক দেখানো নাটক করেছে। নাম কা ওয়াস্তে স্ক্রুটিনিতে বসিয়ে অপমান করেছে অধ্যাপকদের। কংগ্রেস দল বিজেপির ভুয়ো ডিগ্রিধারী প্রার্থীদের বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ জানিয়েছে, এর সুফল মিলবে আগামীতে।

এ দিন কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে ডাঃ অমিত কালোয়ার, পাপন দেব, জাভেদ আখতার লস্কর এবং রণজিৎ দেবনাথ জানান, দলের নেতা-মন্ত্রীদের পছন্দের লোককে যে করেই হোক টিকিট দিতে হবে নিগম নির্বাচনে, এই ফর্মুলা মানতে গিয়েই ভুয়ো ডিগ্রিধারী ব্যক্তিদের বাঁকা পথে টিকিট দেওয়া হয়েছে। এই পন্থা অবলম্বন করতে গিয়ে গোটা শিলচর শহরে বিস্তীর্ণভাবে বদনাম কিনেছে বিজেপি। কালোয়ার বলেন, কংগ্রেস হলফনামা যাচাই করে দেখেছে বিজেপি ও তাদের শরিক দল মিলিয়ে মোট ১৩ জন প্রার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে। হলফনামা যাচাই করেছে কংগ্রেস। এতে দেখা গেছে, ৬, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ২১, ২৫ ও ৩২ নং ওয়ার্ডের প্রার্থীরা শিক্ষাগত যোগ্যতার ভুয়ো তথ্য উল্লেখ করেছেন। এর বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনে লিখিত অভিযোগ জানানো হয়েছে।

কংগ্রেসিরা অভিযোগ করেন, বিজেপি শিলচরের প্রথম পুরনিগম নির্বাচনকে ইতিমধ্যে প্রহসনে পরিণত করেছে। বিজেপির একটি টিম মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ দিনের আগের দিন রাত থেকে মাঠে নেমে অবিজিপি প্রার্থীদের হুমকি দিয়ে ভয় দেখিয়ে অর্থের প্রলোভন দেখিয়ে নির্বাচন থেকে সরিয়ে দেওয়ার পদক্ষেপ করেছে। প্রার্থীরা অনেকেই শাসক দলের চোখ রাঙানিতে ভয় পেয়ে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়াতে বাধ্য হয়েছেন। ৯ এবং ১২ নং ওয়ার্ডে বিচ্ছিরি খেলা খেলে বিজেপি দল কংগ্রেস সহ নির্দল প্রার্থীকে নানা ধরনের হুমকি দিয়ে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করতে বাধ্য করেছে। কিন্তু বিজেপির এ সব চক্রান্ত ফাঁস হয়ে গেছে জনগণের সামনে। কিছুই গোপন থাকেনি। তাঁরা বলেন, আমরা নিশ্চিত, শাসক দলের এ সব কুকাণ্ডের জবাব শিলচরের নাগরিকরা ব্যালট পেপারে দেবেন।

বিশ্ব গণ্ডার দিবসে প্রধানমন্ত্রীর মোদির

তিনি উল্লেখ করেন। একশৃঙ্গ গণ্ডার এবং তার প্রাকৃতিক আবাসস্থল রক্ষায় সরকারের ধারাবাহিক প্রচেষ্টার কথাও তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী। একইসঙ্গে তিনি প্রজেক্ট রাইনো-র সূচনার কথাও জানান।

প্রধানমন্ত্রীর মেমেন্টো নিলামে অসমের সাংস্কৃতিক

এবং মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শংকরদেব-এর সঙ্গে সম্পর্কিত স্মারক রয়েছে। পাশাপাশি ১৮৯৪ সালের পথারুঘাটের যুদ্ধ, বরদোরা সত্র এবং শহিদ স্মারক ক্ষেত্র ও পার্ক-এর প্রতিনিধিত্বকারী নিদর্শনও রয়েছে। এই মেমেন্টোগুলি অসমে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে চলে আসা কারুশিল্প, ঐতিহাসিক স্মৃতি এবং সাংস্কৃতিক পরম্পরার পরিচয় বহন করছে। নয়াদিল্লির ন্যাশনাল গ্যালারি অব মডার্ন আর্ট (এনজিএমএ)-এ আয়োজিত প্রদর্শনীতে দর্শকরা নিলামের সামগ্রীগুলি দেখার সুযোগ পাবেন। অষ্টম পর্বে মোট ১,৪৯৮টি মেমেন্টো নিলামে রাখা হয়েছে। সংস্কৃতি মন্ত্রক, এনজিএমএ-র মাধ্যমে ই-নিলামের আয়োজন করেছে। নিলাম থেকে প্রাপ্ত অর্থনৈতিক গঙ্গে কর্মসূচিতে দেওয়া হবে, যার লক্ষ্য গঙ্গার সংরক্ষণ ও পুনরুজ্জীবন। ২০২৬ সালের মেমেন্টো ই-নিলামটি সরকারি পোর্টালের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে।

বড়খলা সরকারি আদর্শ মহাবিদ্যালয়ে

জেনারেটরের উদ্বোধন বিধায়ক

দাওয়া বিধায়কের সামনে তুলে ধরেন। স্নাতক সপ্তম সেমিস্টারের ছাত্র শ্রী রোহিত পাল সকল ছাত্রছাত্রীর পক্ষ থেকে কলেজের বিভিন্ন জরুরি দাবি-দাওয়া সম্বলিত একটি স্মারকলিপি বিধায়কের হাতে তুলে দেন। স্মারকলিপিতে উত্থাপিত দাবিগুলির বিষয়ে বিধায়ক শ্রী দে পুরকায়স্থ ইতিবাচক আশ্বাস প্রদান করেন। তিনি সংশ্লিষ্ট তহবিল মঞ্জুরির প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করে পর্যায়ক্রমে উত্থাপিত দাবিগুলি পূরণের প্রতিশ্রুতি দেন। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ডঃ সুরশিখা দেবনাথের ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে। অনুষ্ঠানে কলেজের শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারী, বিপুল সংখ্যক ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক, স্থানীয় সুশীল সমাজের প্রতিনিধিবৃন্দ এবং গণমাধ্যমকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। কলেজে ১০ কেভি জেনারেটরের সংযোজন বিদ্যুৎ সরবরাহের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে কলেজ কর্তৃপক্ষ আশাবাদী। একইসঙ্গে এ উদ্যোগ বড়খলার এই গ্রামীণ উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির পরিকাঠামোগত উন্নয়ন ও শিক্ষার পরিবেশকে আরও শক্তিশালী করবে বলে মনে করা হচ্ছে।

ক্ষুদ্র মৎস্যচাষী এবং বিক্রেতার, প্রশাসন ও যোগান বিভাগের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন

মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছে। এর প্রভাব পড়ছে মাছের বিক্রি ও ব্যবসায়ীদের উপর। মৎস্যচাষীদের দাবি, স্থানীয় ভাষায় ‘ভেটকি’ নামে

আরও খবর.....

আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে ‘ফ্রেন্ডস অব শনবিল’ কর্মসূচি

যুব বিচিত্রা প্রতিনিধি, শিলচর : জলাভূমির পরিবেশগত গুরুত্ব, জীববৈচিত্র্য এবং সংরক্ষণ সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, শিলচরের উদ্যোগে সোনবিলে ১৫ ও ১৬ সেপ্টেম্বর দুই দিনব্যাপী পরিবেশ সচেতনতামূলক আউটরিচ কর্মসূচি ফ্রেন্ডস অব সোনবিল অনুষ্ঠিত হয়। আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, শিলচরের উপাচার্য অধ্যাপক রাজীব মোহন পাণ্ডের দৃষ্টিভঙ্গি ও নির্দেশনায় এবং প্রকল্প সমন্বয়কারী অধ্যাপক অরুণজ্যোতি নাথের সমন্বয়ে এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। এই উদ্যোগের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের

শ্রেণিকক্ষের প্রচলিত শিক্ষার পরিসরকে আরও বিস্তৃত করে বিদ্যালয় ও স্থানীয় সম্প্রদায়ের সঙ্গে অর্থবহ সংযোগ স্থাপনের প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গীকার প্রতিফলিত হয়েছে। কর্মসূচির মূল লক্ষ্য ছিল তরুণ শিক্ষার্থীদের কাছে সোনবিলকে শুধুমাত্র একটি ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য হিসেবে নয়, বরং একটি জীবন্ত বাস্তুতন্ত্র হিসেবে তুলে ধরা যা অসংখ্য প্রাণের আবাসস্থল এবং পার্শ্ববর্তী এলাকার

মানুষের জীবন ও জীবিকার সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। সেই লক্ষ্যেই জ্ঞান, সৃজনশীলতা ও প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণকে একত্রিত করে শিক্ষার্থীদের মধ্যে পরিবেশের প্রতি গভীর দায়বদ্ধতা ও সংরক্ষণ-চেতনা গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়। দুই দিনব্যাপী এই সচেতনতামূলক কর্মসূচির অংশ হিসেবে আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আট সদস্যের একটি দল সোনবিল পরিদর্শন করে এবং তিনটি বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকদের সঙ্গে মতবিনিময় করে। দলের সদস্যরা ছিলেন ড. অ্যানিমেখ হাজারিকা, ইউনী গগৈ, অরুন্ধতী পাল চৌধুরী, অনিশা দে, সূর্য বে, কাজল দাস, স্বপ্নদীপ সেন এবং রিং গ্রিগদাও ফংলোসা। ১৫ সেপ্টেম্বর দলটি দেবদ্বার এলাকার দেবদ্বার নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শন করে। সেখানে শিক্ষামূলক ও সৃজনশীল বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের তাদের স্থানীয় পরিবেশের গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত করা হয়। ১৬ সেপ্টেম্বর কর্মসূচির দ্বিতীয় দিন অনুষ্ঠিত হয় আনন্দপুরের স্বামী বিবেকানন্দ

হাইস্কুল (ইংরেজি মাধ্যম) এবং কালীবাড়ির সুভাষ হাইস্কুলে। এই তিনটি বিদ্যালয়ের অংশগ্রহণ সোনবিল অঞ্চলের শিক্ষার্থীদের কাছে পরিবেশ শিক্ষাকে আরও ঘনিষ্ঠভাবে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। একই সঙ্গে বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও তরুণ শিক্ষার্থীদের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের দলের সরাসরি মতবিনিময়ের সুযোগ তৈরি হয় এবং তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি ও অভিজ্ঞতা জানার পাশাপাশি নিজেদের পারিপার্শ্বিক প্রাকৃতিক সম্পদ ও পরিবেশের প্রতি আরও মনোযোগী হওয়ার জন্য উৎসাহিত করা হয়। কর্মসূচির অন্যতম আকর্ষণ ছিল একটি চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, যেখানে শিক্ষার্থীরা সোনবিল, তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, বন্যপ্রাণী, জীববৈচিত্র্য এবং সংরক্ষণের গুরুত্বকে নিজেদের সৃজনশীলতার মাধ্যমে তুলে ধরে। এই সৃজনশীল উদ্যোগের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা দৃশ্যশিল্পের সাহায্যে পরিবেশ-সংক্রান্ত ভাবনা প্রকাশের সুযোগ পায় এবং প্রকৃতি ও মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে ভাবার

সুযোগ লাভ করে। পাশাপাশি একটি তাৎক্ষণিক বক্তৃতা প্রতিযোগিতারও আয়োজন করা হয়। শনবিল, জলাভূমি, জীববৈচিত্র্য এবং পরিবেশ সংরক্ষণ-সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষার্থীদের তাৎক্ষণিকভাবে বক্তব্য উপস্থাপনের সুযোগ দেওয়া হয়। এর ফলে পরিবেশ সচেতনতার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের আত্মবিশ্বাস, স্বাধীন চিন্তাভাবনা এবং যোগাযোগ দক্ষতা বিকাশের ক্ষেত্রেও সহায়তা করে। কর্মসূচির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল সোনবিলের সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রজাতি নিয়ে একটি তথ্যসমৃদ্ধ সচেতনতামূলক অধিবেশন। সেখানে শিক্ষার্থীদের জলাভূমিটির জীববৈচিত্র্য সম্পর্কে অবহিত করা হয়। মাছ, পাখি, জলজ প্রাণী এবং জলাভূমির ওপর নির্ভরশীল অন্যান্য প্রজাতির বিষয়েও তাঁদের ধারণা দেওয়া হয়। এই অধিবেশনে বাস্তুতন্ত্রের পারস্পরিক নির্ভরশীলতার বিষয়টি তুলে ধরা হয় এবং জীববৈচিত্র্য ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় প্রাকৃতিক আবাসস্থল সংরক্ষণের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করা হয়।

লংকা ‘এনাজরি’র উদ্যোগে কমলেশ্বর কলিতার কাব্যগ্রন্থ ‘বন তুলসীর গোন্ধ’ উন্মোচন

বিপ্লবজিৎ দেব, লংকা : লংকা সিনিয়র সেকেন্ডারী স্কুলের প্রেক্ষাগৃহে লংকা এনাজরি-র উদ্যোগে কমলেশ্বর কলিতার কাব্যগ্রন্থ ‘বন তুলসীর গোন্ধ’ উন্মোচন করা হয়। গ্রন্থ উন্মোচন উপলক্ষে আয়োজিত সভায় সভাপতিত্ব করেন লংকা সিনিয়র সেকেন্ডারি স্কুলের অধ্যক্ষ নারায়ণ দেবনাথ। এক জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে আনুষ্ঠানিক



ভাবে গ্রন্থটি উন্মোচন করেন লংকা নেতাজী বিদ্যানিকেতন উচ্চ

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অবসর প্রাপ্ত বিশিষ্ট শিক্ষক অভিজিৎ দাস।

তাছাড়া আজকের এই গ্রন্থ উন্মোচন অনুষ্ঠানে মুকুট দেব গোস্বামী, বিজি ভট্টাচার্য, কমলেশ্বর কলিতার পত্নী তুলিকা গোস্বামী ও আরো অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে একজন শিশু শিল্পী আধুনিক নৃত্য পরিবেশন ও আরেকজন কণ্ঠশিল্পী সংগীত পরিবেশন করেন। সর্বশেষে সভাপতি নারায়ণ দেবনাথের ধন্যবাদ সূচক বক্তৃতার মাধ্যমে সভা সমাপ্ত হয়।

ফ্যাটি লিভারের কোনও উপসর্গ না থাকাই সবচেয়ে বড় সমস্যা



আলট্রাসাউন্ড গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। তার সঙ্গে রক্তপরীক্ষার মাধ্যমে ট্রাইগ্লিসেরাইড ও লিভার এনজাইমের মাত্রা দেখা

ডায়াবেটিস থাকলে নিয়মিত স্ক্রিনিং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জীবনযাত্রার পরিবর্তনই মূল চাবিকাঠি। ফ্যাটি লিভারের ক্ষেত্রে এখনও এমন কোনও নির্দিষ্ট ওষুধ নেই, যা একাই রোগ সারিয়ে দিতে পারে। চিকিৎসা মূলত নির্ভর করে জীবনযাত্রার পরিবর্তনের উপর। ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখা, সুষম খাদ্যাভ্যাস মেনে চলা, মদ্যপান এড়ানো এবং নিয়মিত শরীরচর্চা এই বিষয়গুলোই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সপ্তাহে অন্তত ১৫০ মিনিট হাঁটা বা অ্যারোবিক এক্সারসাইজ করার পরামর্শ দেওয়া হয়।

কখন ওষুধের প্রয়োজন হয়? যদি দেখা যায় লিভারে স্টিফনেস বেড়েছে বা স্টিয়াটো হেপাটাইটিসের মতো জটিলতা তৈরি হয়েছে, তখন চিকিৎসকের পরামর্শে কিছু ওষুধ ব্যবহার করা হতে পারে। বর্তমানে এমন কিছু ওষুধ বা মলিকিউল রয়েছে, যা সুগার ও ওজন নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে এবং কিছু ক্ষেত্রে লিভারের অবস্থাও উন্নত করতে পারে। তবে এগুলো সব রোগীর জন্য নয় এবং চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া ব্যবহার করা উচিত নয়।

প্রতিরোধই সবচেয়ে বড় উপায়। একবার ফ্যাটি লিভার থেকে সিরোসিসে পৌঁছে গেলে পরিস্থিতি অনেক জটিল হয়ে যায়। বিশ্বজুড়ে এখন ফ্যাটি লিভারজনিত সিরোসিস লিভার ট্রান্সপ্লান্টের অন্যতম বড় কারণ হয়ে উঠছে। তাই এখনই সময় সচেতন হওয়ার। খাওয়াদাওয়া ও জীবনযাত্রায় ছোট-ছোট পরিবর্তনই ভবিষ্যতে বড় বিপদ এড়াতে সাহায্য করতে পারে।

ফ্যাটি লিভার বলতে বোঝায়, লিভারের কোষে অতিরিক্ত ফ্যাট বা চর্বি জমে যাওয়া। সাধারণভাবে লিভারের মোট ওজনের ৫ শতাংশের বেশি ফ্যাট থাকলে সেটিকে ফ্যাটি লিভার বলা হয়। একসময় মনে করা হত, এটি শুধু মদ্যপানের ফল। কিন্তু এখন পরিস্থিতি বদলেছে। স্থূলতা, ডায়াবেটিস মেলাইটাস এবং ডিসলিপিডেমিয়া, বিশেষ করে যেখানে ট্রাইগ্লিসেরাইডের মাত্রা বেশি, এসব কারণেই বাড়ছে ফ্যাটি লিভারের ঝুঁকি।

উপসর্গ না থাকাই সবচেয়ে বড় সমস্যা। ফ্যাটি লিভারের শুরুতে সাধারণত কোনও উপসর্গ থাকে না। তাই অনেক সময় চিকিৎসকের কাছেও প্রথম দিকে ধরা পড়ে না। এক স্টেজ থেকে আরেক স্টেজে রোগ এগিয়ে যায় অজান্তেই। অনেক ক্ষেত্রে অন্য কোনও কারণে পরীক্ষা করতে গিয়ে বা আলট্রাসাউন্ডে হঠাৎ এই সমস্যা ধরা পড়ে।

কীভাবে ধরা পড়ে এই রোগ? ডায়াগনোসিসের ক্ষেত্রে প্রথম ধাপে

হয়। প্রয়োজনে ফাইব্রোস্ক্যান করা হয়, যা লিভারের স্টিফনেস বা ফাইব্রোসিসের অবস্থা বোঝাতে সাহায্য করে। এর মাধ্যমে ফ্যাটি লিভারের গ্রেডিং বা পর্যায় এবং রোগ কতটা এগিয়েছে তা নির্ধারণ করা যায়।

কারা বেশি ঝুঁকিতে? যাঁদের ওজন বেশি, বিশেষ করে বিএমআই ২৭-এর উপরে, তাঁদের ক্ষেত্রে ঝুঁকি বেশি। এছাড়া যাঁদের কোলেস্টেরল বা লিপিড প্রোফাইল মাত্রাতিরিক্ত বেশি বা যাঁরা ডায়াবেটিসে ভুগছেন, তাঁদের নিয়মিত লিভার টেস্ট করানো উচিত। কারণ উপসর্গ না থাকলেও রোগ ভেতরে ভেতরে বাড়তে পারে।

কতদিন অন্তর পরীক্ষা জরুরি? যেহেতু ফ্যাটি লিভারের কোনও স্পষ্ট উপসর্গ নেই, তাই রিস্ক ফ্যাক্টর বা ঝুঁকিতে থাকা ব্যক্তিদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা জরুরি। যদি কোনও কারণে কোলেস্টেরল বেশি ধরা পড়ে বা অন্য কোনও রিপোর্টে সন্দেহজনক কিছু দেখা যায়, তাহলে লিভারের পরীক্ষা করানো উচিত।

বার্ধক্যরোধের অস্ত্র টম্যাটো!

কম ক্যালোরি, ভর্তি পুষ্টিগুণ, স্বাদও ভাল। তাই তো রান্নায় বা স্যালাডে টম্যাটোর উপস্থিতি এত প্রয়োজনীয়! কিন্তু জানেন কি, যে ভাবে খাওয়া হয়, তাতে আদৌ এই সবজির গুণ শরীরে পৌঁছোতেই পারে না? সাধারণ এই টম্যাটো খাওয়ার কায়দায় বদল আনলেই একাধিক উপকারিতা মিলতে পারে।

আমেরিকার স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটির গবেষক লুসিয়া অ্যারোনিকা বলছেন, খাওয়ার ভুল সম্পর্কে সচেতন হলে টম্যাটো হয়ে উঠতে পারে বার্ধক্যরোধের এক শক্তিশালী অস্ত্র। টম্যাটোর আসল জাদু লুকিয়ে রয়েছে লাইকোপিন নামের এক অ্যান্টি-অক্সিড্যান্টে। এটি ত্বকে ভিতর থেকে সুরক্ষা দেয়, কোলাজেন হ্রাসের গতি কমায়ে, এমনকি মুখে বয়সের দাগ পড়ার গতিও শ্লথ করতে সাহায্য করে। গবেষণায় দেখা গিয়েছে, এটি শরীরের ক্ষতিকর কণার বিরুদ্ধে লড়াই করে হার্টের সুরক্ষা বাড়াতে পারে। পাশাপাশি, এলডিএল বা ক্ষতিকর কোলেস্টেরলের অক্সিডেশন (যে প্রক্রিয়ায় এই



কোলেস্টেরল বিপজ্জনক হয়ে ওঠে) কমাতে পারে লাইকোপিন। তা ছাড়া ত্বকের প্রাকৃতিক এসপিএফ (সান প্রোটেক্টর ফ্যাক্টর) হিসেবে কাজ করার ক্ষমতা রাখে লাইকোপিন। তাই তো সূর্যের ক্ষতিকর রশ্মি থেকে বাঁচতে অনেকেই টম্যাটোর রস মাখেন ত্বকে। শরীরের অভ্যন্তরীণ এসপিএফকে প্রায় ৪০ শতাংশ বাড়িয়ে দিতে পারে বলে মত ওই গবেষকের। প্রাকৃতিক সানস্ক্রিন হিসেবে টম্যাটোর গুরুত্ব তাই অপরিসীম। ত্বকে ভিতর থেকে সুরক্ষা দিতে পারে এই সবজি।

কিন্তু সমস্যা হল, অনেকেই কাঁচা টম্যাটো খেতে অভ্যস্ত। স্যালাডে বা কাঁচা অবস্থাতেই নুন দিয়ে খেতে ভালবাসেন কেউ-কেউ। আর এখানেই থেকে যায় ভুলটি। কাঁচা টম্যাটো থেকে সমস্ত গুণ পাওয়া সম্ভব নয়।

কোল্ড-কফি অতীত, ‘ডাব-কফি’, স্বাদের সঙ্গে স্বাস্থ্যের মিলমিশই পছন্দ করছেন অনেকে

তপ্ত গরমে এক গ্লাস কোল্ড কফি হলে প্রাণ জুড়িয়ে যায়। রেন্ডুরায় গিয়ে হোক বা বাড়িতে বানিয়ে খান, গরম মানেই কোল্ড কফি বা নানা রকম মোহিতো, শরবতের কথাই মাথায় আসে। কিন্তু এখন স্বাদ বদলেছে। ফিউশন খাবারের প্রতি বোঁক বেড়েছে। আর তাতে নিত্যনতুন রেসিপি নিয়ে আলোচনা চলছে। সেখানেই উঠে এসেছে নতুন এক পানীয়ের নাম ডাব-কফি। কিছুদিন আগেও অবশ্য ঘি-কফি নিয়ে বিস্তার আলোচনা চলছিল। ওজন কমতে তারকারা এমন কফিই পছন্দ করছেন। তা নিয়ে খবরও হয়েছে। আর এখন আলোচনায় ডাব-কফি। ক্যাফিনের যতটুকু ক্ষতিকর প্রভাব আছে, তা শুয়ে নেবে ডাবের জল। স্বাদের জন্য এতে মিশবে ডাবের কচি শাঁসও। সব মিলিয়ে পানীয়টি হবে স্বাস্থ্যকর, আবার সুস্বাদুও।

কফির স্বাস্থ্যকর বিকল্প?

কেউ বলছেন স্বাদের কথা, কেউ আবার ভাবছেন স্বাস্থ্য নিয়ে। কফি যাঁদের পছন্দ এবং দুধ-চিনি দিয়ে

খেতেই ভালবাসেন, তাঁরা স্বাস্থ্যকর বিকল্প হিসেবে বেছে নিচ্ছেন ডাব-কফি। কালো কফি কড়া, তবে এর সঙ্গে ডাবের জল মিশে গেলে তার স্বাদ বাড়ে। এমনই মত অনেকের। আবার ডাবের জলের পুষ্টিও মিশছে এতে। গরমের দিনে জলশূন্যতা বা ডিহাইড্রেশন রোধে ডাবের জলের তুলনা নেই। এর ক্যালোরিও ম্যাগনেশিয়াম শরীর ভাল রাখে, ইলেকট্রোলাইটের ভারসাম্য বজায় রাখে। কাজেই কফির স্বাদ ও ডাবের পুষ্টি দুয়ের জন্মই জনপ্রিয়তা বাড়ছে ডাব-কফির।

কী ভাবে বানাবেন?

উপকরণ: দেড় চামচ মধু, আধ কাপ দুধ, ১ কাপ ডাবের জল, ডাবের কচি শাঁস, ১ চামচ কফি পাউডার, বরফ কুচি। প্রণালী: ডাবের জল ও শাঁস একসঙ্গে ব্লেন্ড করে নিন। এতে মেশাতে পারেন মধু। তবে ডায়াবেটিস থাকলে মধু এড়িয়ে যাওয়াই ভাল। এ বার গরম জলে কফি পাউডার মিশিয়ে ভাল করে নেড়ে নিন।

রাতে শুয়ে পায়ের পেশিতে টান, হাঁটতে গেলে যন্ত্রণা ব্যথা সারবে সহজ কিছু ব্যায়ামে

ঘুমের মধ্যে বা একটানা অনেকক্ষণ বসে বা শুয়ে থেকে ওঠার সময়ে পিঠ ও পায়ের পেশিতে টান ধরে অনেকেরই। বিশেষ করে রাতে ঘুমোনের সময়ে পায়ের শিরায় টান ধরে যাওয়ার সমস্যা কমবেশি অনেকেরই আছে।

বাড়ির বয়স্করা এই সমস্যায় বেশি ভোগেন। আবার যাঁরা সারা দিন বাতানুকূল ঘরে একটানা বসে কাজ করেন, তাঁদেরও পায়ের শিরায় টান ধরে যাওয়ার সমস্যা বেশি দেখা যায়। রাতে ঘুমের মধ্যে শিরায় টান ধরে যন্ত্রণা শুরু হলে, তা কমতে অনেক সময় লাগে। পা অবশ্য হয়ে যায়। পরে হাঁটাচলা করার সময়ে যন্ত্রণা হয়।

‘জামা ইন্টারনাল মেডিসিন’ জার্নালে এই বিষয়ে একটি গবেষণাপত্র ছাপা হয়েছে। গবেষকেরা দাবি করেছেন, পঞ্চাশোর্ধ প্রায় ৫০ শতাংশ

মানুষজনই পায়ের শিরায় টান ধরার মতো সমস্যায় ভোগেন। এই সমস্যা থেকে রেহাই পেতে কোনও ওষুধ খাওয়ার প্রয়োজন নেই। বরং সহজ কিছু ব্যায়ামেই পায়ের পেশির জোর বাড়বে। তাতেই সারবে যাবতীয় ব্যথাবেদনা। ভবিষ্যতে আর্থ্রাইটিস হওয়ার ঝুঁকিও থাকবে না।

পায়ের ব্যথা সারানোর ব্যায়াম

জানু শীর্ষাসন

দুই পা ছড়িয়ে সোজা হয়ে বসুন। ডান পায়ের হাঁটু ভেঙে বুকের কাছে নিয়ে আসুন। ডান পায়ের পাতার নীচের দিকটি বাঁ উরুর সঙ্গে লেগে থাকবে আর বাঁ পা সামনের দিকে ছড়িয়ে থাকবে।

দু’হাত দিয়ে বাঁ পায়ের বুড়ো আঙুল ধরুন। শরীর ঝুঁকিয়ে কপাল বাঁ পায়ের হাঁটুতে এবং দুই কনুই বাঁ পায়ের দু’পাশে মেঝেতে রাখার চেষ্টা করুন। শ্বাসপ্রশ্বাস স্বাভাবিক রেখে ২০ থেকে ৩০ সেকেন্ড এই

ভঙ্গি ধরে রাখুন।

পিরামিড পোজ বা পার্শ্বজাসন

সোজা হয়ে দাঁড়ান।

দুই পায়ের মধ্যে ২

ফুটের মতো দূরত্ব

রাখুন। দুই পায়ের পাতা

যেন এক

সম্পর্কিত

থাকে। এ বারে শরীর ঝুঁকিয়ে দুই

হাত দিয়ে মাটি স্পর্শ করতে হবে।

প্রথমে দুই হাত বাঁ পায়ের কাছে

নিয়ে গিয়ে পায়ের পাতার দু’পাশে

মাটিতে রাখুন। পরে ডান পায়ে

একই ভঙ্গি করতে হবে। মাথা

সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে দিন। পায়ের

পাতার কাছে মাথা নিয়ে যেতে

হবে। প্রথম প্রথম অসুবিধা হবে।

ধীরে ধীরে আয়ত্তে আসবে।

অধোমুখ শবাসন

প্রথমে হাত ও হাঁটুতে ভর করে

থাকুন।

হাত ও হাঁটুতে ভর করে

থাকুন।

থাকুন।

YUBO BICHITRA (BENGALI NEWSPAPER)

যুব বিচিত্রা

সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা

বর্ষ: ৩, সংখ্যা, ১১, ৭ আশ্বিন, ১৪৩২ বাংলা

সম্পাদকের কলামে.....

আমেরিকা ডেনমার্ক-গ্রিনল্যান্ডের মধ্যে 'অনন্ত' চুক্তির ঘোষণা ট্রাম্পের, উঠছে বহু প্রশ্ন

শুক্রবার সমাজমাধ্যমে ডোনাল্ড ট্রাম্প ঘোষণা করলেন— গ্রিনল্যান্ড নিয়ে ডেনমার্ক ও গ্রিনল্যান্ডের সঙ্গে আমেরিকার একটি নতুন চুক্তি হয়েছে, আর সেই চুক্তির আয়ু নাকি 'অনন্ত', তার কোনও শেষ নেই। তাঁর দাবি— আমেরিকা চিরকালের জন্য গ্রিনল্যান্ডের নিরাপত্তায় প্রয়োজনমতো পদক্ষেপ করার ক্ষমতা পাচ্ছে, একটি পয়সাও খরচ না করে, আর আমেরিকার লিখিত অনুমতি ছাড়া কোনও প্রতিপক্ষ দেশ সেখানে ঘাঁটি, সেনা বা সংবেদনশীল বিনিয়োগ রাখতে পারবে না। আগামী সপ্তাহে রাষ্ট্রপুঞ্জ চুক্তি সেই হওয়ার কথা, তারপর সংশ্লিষ্ট পী গুলির সংসদের অনুমোদন লাগবে, কিন্তু পূর্ণ পাঠ এখনও প্রকাশ্যে আসেনি। আসলে, চুক্তিটি একটি সংকীর্ণ সমস্যার সমাধান খুঁজছে, অর্থাৎ প্রতিদ্বন্দ্বীদের দূরে রাখা, কিন্তু তা করতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ, খরচ আর জলবায়ু নিয়ে তিনটি বড় প্রশ্ন তুলে দিচ্ছে, যার সদুত্তর ঘোষণায় নেই। আকটিক অঞ্চলে বড় শক্তিগুলির প্রতিযোগিতা সত্যিই আছে, তাই নিরাপত্তা নিয়ে আমেরিকার দুশ্চিন্তাকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তবু যে-চুক্তি চিরকালের কথা বলে, তাকে সমাজমাধ্যমের একটি বার্তার ভরসায় ছেড়ে দেওয়া চলে না। মার্কিন বিদেশ দফতরের একজন শীর্ষ কর্মকর্তার কথা অনুযায়ী চুক্তিতে 'ন্যাটো'-র বাইরের কোনও দেশে, সেনাঘাঁটি বা সেনা রাখা স্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ, রাশিয়া ও চিনের বিনিয়োগ ঠেকানোর ব্যবস্থা থাকছে, আর প্রয়োজনে আমেরিকা ঘাঁটির সংখ্যা বাড়াতে পারবে। কিন্তু বিশ্লেষণের প্রথম প্রশ্ন হল, 'প্রতিপক্ষ' কথাটার সংজ্ঞা কে ঠিক করবে। ট্রাম্পের বার্তার ভাষায় অনুমতি দেওয়ার বা না দেওয়ার ক্ষমতা আমেরিকারই, ফলে সংজ্ঞাটাও কার্যত তার হাতে। আজ যে দেশ বন্ধু, ভবিষ্যতে সে প্রতিপক্ষের তালিকায় উঠবে না, তার নিশ্চয়তা নেই, আর 'সংবেদনশীল বিনিয়োগ' কাকে বলে— সেও স্পষ্ট নয়। দ্বিতীয় প্রশ্ন হল, এই নথির আইনি মর্যাদা কী, অর্থাৎ তা কতটা বাধ্যতামূলক আর ভবিষ্যতের সরকার তাকে কতটা বদলাতে পারে। একটি ধরনও চোখে পড়ে। এই জানুয়ারিতে ডাভোসে ন্যাটোর মহাসচিব মার্ক রুটের সঙ্গে ট্রাম্পের একটি কথিত সমঝোতার খবর এসেছিল, যার শর্ত এখনও অস্পষ্ট। এবারও ঘোষণা আগে এল, খুঁটিনাটি পরে আসবে বলে ধরে নিতে হচ্ছে, আর এই ধরনের চুক্তিতে সবচেয়ে জরুরি প্রশ্নগুলি সাধারণত ফাঁকা জায়গাগুলিতেই লুকিয়ে থাকে। এই চুক্তির সমর্থকদের যুক্তিও গুরুত্ব দিয়ে শোনা দরকার। তাঁরা বলবেন, গ্রিনল্যান্ড দখলের যে-হুমকি মাসের পর মাস ঘুরছিল, এই চুক্তিতে অন্তত তা থেকে সরে আসা হয়েছে, কারণ দ্বীপটি ডেনমার্কের সার্বভৌমত্বের মধ্যেই থাকছে আর আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারও স্বীকৃত হয়েছে বলে ডেনমার্কের প্রধানমন্ত্রী মেটে ফ্রেডেরিকসেন জানিয়েছেন। গ্রিনল্যান্ডের সরকারপ্রধান ইয়ংস ফ্রেডেরিক নিলসেন-ও বলেছেন, চুক্তিতে গ্রিনল্যান্ডের স্বার্থ স্বীকৃতি পেয়েছে। রাশিয়া ও চিনকে দূরে রাখার লক্ষ্যে ডেনমার্ক-সহ ইউরোপের অনেক দেশ

মূলত একমত। এ যুক্তির জোর আছে, কিন্তু তার একটা সীমাও আছে, কারণ 'স্বীকৃতি' আর 'অধিকার' এক নয়। বিবৃতিতে স্বার্থের কথা থাকা এক ব্যাপার, আর চুক্তির পাঠে সেই স্বার্থরক্ষার বাধ্যতামূলক ধারা থাকা আর-এক ব্যাপার। পাঠ প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত আমরা জানি না— দুটোর মধ্যে কোনটা সত্যি। ইতিহাস এখানে একটু সতর্ক করে। ১৯০৩ সালের চুক্তিতে চিরস্থায়ী অধিকার পাওয়া পানামা খাল অঞ্চল শেষ পর্যন্ত ১৯৯৯ সালে পানামার হাতে ফিরে গিয়েছিল, দীর্ঘ অসন্তোষ আর দর কষাকষির পর। কিউবার গুয়াস্তানামো ঘাঁটির ইজারার কোনও নির্দিষ্ট শেষ তারিখ নেই, আর কিউবা সেই ব্যবস্থাকে এখনও অন্যায় বলে মনে করে।

দেখতে দেখতেই ১ম মৃত্যুবার্ষিকীতে পা দিল প্রয়াত জনপ্রিয় শিল্পী তথা অসমের হাটথ্রব জুবিন গার্গের

১৯, ও ২০ সেপ্টেম্বর সোনাপুর জুবিন ক্ষেত্র ছিল আবেগিক পরিবেশের বন্ধনে, লোকে লোকারণ্য

সানি রায়, গুয়াহাটি : জুবিন ক্ষেত্র যেন এক আবেগঘন ময়দানে পরিণত হয়েছিল ১৯ এবং ২০ সেপ্টেম্বর। দেখতে দেখতেই ১ম মৃত্যুবার্ষিকী হয়ে গেল জুবিন গার্গের। আবেগিক পরিবেশের বন্ধনে লোকে লোকারণ্য পরিবেশ ছিল সোনাপুর জুবিন ক্ষেত্র। সেখানে চোখ রাখলেই মনে হয়েছিল প্রাণের শিল্পী অসমের হাটথ্রব সঙ্গীত জগতের হামিং কিং জুবিন দা যেন সেখানে সেই রাতে ফিরে এসেছে। দেখতে দেখতেই সঙ্গীত জগতের হামিং কিং অসমের হাটথ্রব জুবিন গার্গের এক বছর সম্পন্ন হয়ে মৃত্যু বার্ষিকী উদযাপিত হলো রাজ্য জুড়ে, রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন রকম শ্রদ্ধাঞ্জলি, রক্তদান শিবির, সহ বিভিন্ন সমাজসেবামূলক আয়োজন



সম্পন্ন হয়েছে।

উল্লেখ্য, ১০ লক্ষেরও বেশি ভক্তের ভিড় চোখে পড়ে তাঁর সমাধি ক্ষেত্র সোনাপুরে। গত দুদিনে যেন জুবিন দার গাওয়া একমাত্র গান 'মই নথকার অনুভব' সেই গানটির কথা মনে করিয়ে দিল দুদিনের উপচে পড়া ভিড়। ১৯ শে সেপ্টেম্বর, মধ্যরাতে

ঘড়িতে যখন ১২-৩০ বাজলো, তখন যুব বিচিত্রা সম্পাদক হিসেবে সরোজমিন পরিদর্শন করে যা অনুভব হলো তাঁর বাস্তবায়ন যে দীর্ঘ আগেই রচনা করে গেছে প্রাণের শিল্পী জুবিন গার্গে, তাঁর এক জলন্ত প্রমাণ এই দুদিনে আবার ও উপলব্ধি হলো অনুরাগীদের। দুদিনে ১০ লক্ষেরও বেশি

অনুরাগীর পদধূলিতে জুবিনদা-র সমাধি ক্ষেত্র যেন এক পুণ্যভূমিতে পরিণত হয়েছে এমনটাই উপলব্ধি হলো। এদিকে, তাঁর বিদেহী আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে পিছিয়ে ছিল না কেউ, না হিন্দু, না মুসলমান, না অসমীয়া না বাঙালি, না হিন্দিভাষী সকলেই যেন তাঁর প্রেমে আত্মত্যাগ, অশ্রুসিক্ত নয়নে তাঁর প্রতি নিজের মতো করে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করতে দেখা যায় রাজ্যের সকলকেই। এতে প্রমাণ করে দিল যে তাঁর প্রতি অনুরাগীদের কেমন সম্পর্ক? কেমন আবেগের বশীভূত অনুরাগীরা। সত্যিকার অর্থে জুবিন যে সাধারণ মানুষের ও উর্ধে, তাঁর চিন্তা চেতনা মনের গতিবিধি যে ছিল উন্নত তাঁর সেই বাস্তব দৃশ্য আজ ও যেন অব্যাহত।

বরাকের যোগাযোগ ব্যবস্থার করুণ দশা, নিষ্ক্রিয় ভূমিকায় জেলা প্রশাসন - এনএইচডিসিএল সহ জনপ্রতিনিধি, দূর্ভোগ জনতার

সানি রায়, শিলচর : বরাক উপত্যকার সবকটি জাতীয় সড়কের ভয়াবহ দশায় অতীষ্ট নিত্যদিনের যাত্রী। করুণ দশায় যোগাযোগ ব্যবস্থা বরাক উপত্যকার। যেখানে রয়েছে লোকসভা এবং রাজ্যসভা মিলিয়ে তজন সাংসদ, ১৩ জন বিধায়ক সহ দুই মন্ত্রীর উপত্যকা বরাক। আর আজ সেখানেই অপরিপূর্ণ উন্নয়ন, পথঘাট থেকে শুরু করে রেলওয়ে পরিষেবা এমনকি বিমান পরিষেবা। প্রশ্ন চিহ্নের মুখে বরাকের নিষ্ক্রিয় জনপ্রতিনিধিরা, এমনটাই দাবি দল সংগঠন সহ জনতার। অল্প বয়সে বরাক-ব্রহ্মপুত্রের রেল যোগাযোগ অস্বাভাবিক হয়ে পড়ে, মেঘালয় এবং হাফলং রোড অবস্থা সংকটে রয়েছে। দুই উপত্যকার সমন্বয় টিকিয়ে রাখতে ব্যর্থ জনপ্রতিনিধির দায়িত্বকর্তব্য নিয়ে সন্দেহজনক। এদিকে, বরাকের সবকটি জাতীয় সড়কের ভগ্নদশায় চরম দূর্ভোগে যাত্রীরা সহ বরাকের মানুষ। একবছর পার হতে না হতেই ভগ্নদশা, কঙ্কালসার বেরিয়ে আসা জাতীয় সড়কের কাজের গুণগত মান নিয়ে বড়ো প্রশ্ন? শিলচর-বদরপুর ৩৭নং জাতীয় সড়ক, ধলেশ্বর-ভৈরবী ৫৩ নং জাতীয় সড়ক, জোয়াই-বদরপুর ৬নং জাতীয় সড়ক সবমিলিয়ে বরাক উপত্যকার সবকটি জাতীয় সড়কের ভগ্নদশায় চরম দূর্ভোগে পড়েছে নিত্য যাত্রীরা, নির্বিকার



প্রশাসন সহ জনপ্রতিনিধির দল। প্রতি দুর্গা পূজার আগেই সংস্কারের কাজে হাত পড়ে বরাকের সবকটি জাতীয় সড়কের মেরামতে, এবার ও তাই হবে। তবে প্রশ্ন একটাই— ফের এক বছর হতে না হতেই ভেঙ্গে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে কঙ্কালসার বেরিয়ে আসতে দেখা যায় সড়কগুলোর। এ কেমন সংস্কার? এবছরও কি তাই হবে, প্রশ্ন বরাকের জনতার? নাকি কাজের গুণগত মান সঠিক রাখতে বিধায়ক সহ সাংসদের ভূমিকা চোখে পড়বে? একদিকে ধুলোর তাণ্ডব, অন্যদিকে বিরাট আকারের গর্তের মিছিলে যেন বরাক উপত্যকার সবকটি জাতীয় সড়কে মৃত্যু যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে জনতা, তবু ও উদাসীন রাজ্যের পূর্ত

দফতর সহ এনএইচআইডিসিএল। কেন কোথায় তাঁরা? নিজেরা ভিআইপি গাড়ি করে দৌঁড়ায় বলে ঠের পায়না সড়কের বেহাল অবস্থা, এমনটাই অভিযোগ। এদিকে, বরাক উপত্যকার গুরুত্বপূর্ণ শিলচর-বদরপুর ৩৭নং জাতীয় সড়কের ভগ্নদশায় মুখ খুললেন স্থানীয় মণ্ডল সভাপতি মিঠুন গুরুবৈদ্য, তিনি বললেন সত্যিকারের দূর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে আমজনতার, তবে কাজের গুণগত মান গতবার বেজায় খারাপ হয়েছে যা এবছর স্থানীয় বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ নিজেই তদারকি করবেন এবং শীঘ্রই পদক্ষেপ নিয়ে পূজোর আগেই সংস্কারে হাত দিবে বিভাগ বলে জানান তিনি। মোট কথা এবছর দুর্গোৎসবের আগেই সংস্কার

হচ্ছে শিলচর - বদরপুর ৩৭নং জাতীয় সড়ক, বললেন মন্ডল সভাপতি মিঠুন গুরুবৈদ্য। উল্লেখ্য, শিলচর থেকে শ্রীভূমি মাত্র দেড় ঘণ্টার পথ এই ভয়াবহ রাস্তার ফলে তিন ঘণ্টায় অতিক্রম করতে হচ্ছে বরাকের মানুষ জাতীয় সড়ক সমস্যায় কতটুকু জর্জরিত? তবুও কেন ব্যর্থতা প্রশাসন সহ দুই মন্ত্রী এবং তিন সাংসদ? প্রশ্ন বরাকের জনতার। এদিকে, শীঘ্রই বরাক - ব্রহ্মপুত্রের সমন্বয় টিকিয়ে রাখতে জাতীয় সড়ক এবং রেল পরিষেবা এই দুটিকে অন্ততঃ বিশেষ গুরুত্ব সহকারে নথদর্পণে রেখে তিন সাংসদ সহ দুই মন্ত্রী বরাকের মানুষের কথা মাথায় রেখে কাজ করে যাওয়ার আর্জি জানান বিভিন্ন দল সংগঠন সহ আম জনতা।

দেশ গড়ার স্বপ্ন পূরনে গণদীক্ষা

সবকিছু চাই রাতারাতি। শর্টকাটের সন্ধানে সবাই। দেশ পাল্টাবো, সমাজ পাল্টাবো, রাতারাতি। স্বপ্ন দেখি,- আসবেন এমন একজন নেতা যার থাকবে অদ্ভুত ক্ষমতা। অদ্ভুত ক্ষমতাবলে তিনি আমার দেশটাকে পাল্টে বানিয়ে দেবেন স্বর্গ। এমন প্রকল্প বানাবেন তিনি, দেশে আর থাকবে না কোন গরীব। সব বেকার চাকরী পাবে, সুন্দরী বউ বিয়ে করবে, দামী বাইক আর সোনার চেন পণ নিয়ে- সুখে সংসার করবে। এমন আইন চালু করবেন, দেশে আর হবে না কোন চুরি-ডাকাতি-ধর্ষণ-কালোবাজারি- দুর্নীতি। আমরা সবাই থাকব আমাদের মতই, কিন্তু দেশটা যাবে পালটে। অদ্ভুত এক ভ্রমে আটকে পড়ে আমরা সবাই। আর, এই ভ্রমে পড়েই,- নেতার পর নেতা পাল্টাচ্ছি, তাদের উপর আকাশছোঁয়া আশা করছি। মন্ত্রীরা ও জনগনের আশার পূরণ করতে গিয়ে রাতারাতি গরীবদের ধনী বানানোর উদ্দেশ্যে এমন কিছু প্রকল্প নিচ্ছে যা তাদের কর্মক্ষমতা ও যোগ্যতাকে নষ্ট করে চিরতরে গরীব বানিয়ে রাখছে, সরকারী দান-দক্ষিণার উপর নির্ভর করে বেঁচে থাকতে অভ্যস্ত হচ্ছে। শর্টকাট শিক্ষার হার বাড়তে গিয়ে প্রচুর গ্রেস মার্ক দিয়ে অযোগ্য ছাত্রছাত্রীদের পাশ করিয়ে দিয়ে তাদের চিরতরে অযোগ্য বানিয়ে রাখছে। সবার শুধু চাকরি চাই, লোন চাই, ফ্রী চাই, শুধু চাই আর চাই। কিন্তু ভাই, শর্টকাট যে কিছুই হয়না। যেভাবে দেশটা জাহান্নামে গিয়েছে ঠিক সেইভাবেই ফেরত আসতে

হবে। বিশাল বড় সুদৃশ্য অট্টালিকা গড়ার স্বপ্ন দেখছি,- গুরুটা যে করতে হবে একটা ইঁট দিয়েই। দেশ গড়ার কাজে সেই প্রথম ইঁটটা কে? অবশ্যই আমি নিজে। আমিই সেই প্রথম ইঁট,- দেশ গড়ার কাজে যাকে এগিয়ে আসতে হবে। আমি ঠিক হলে আমার পরিবার ঠিক হবে, পরিবার ঠিক হলে সমাজ ঠিক হবে, সমাজ থেকে দেশ। আকাশকুসুম কল্পনায় কিছু হবে না। একটু একা বসে চুপচাপ ভাবতে হবে। দেশের-সমাজের প্রকৃত সমস্যা ও অভাব কি? বেকারত্ব, জনসংখ্যা বিস্ফোরন, আর্থিক মন্দা,গরীবী, অশিক্ষা, প্লাস্টিক, এগুলিই কি দেশের প্রকৃত সমস্যা? আরেকটু গভীরে গেলে দেখতে পাব, দেশে প্রকৃত মানুষের খুব অভাব। স্কুল বাড়ছে, কলেজ বাড়ছে, ডিগ্রি বাড়ছে, আইন-আদালত-থানা-পুলিশ-জেল বাড়ছে, টাকা-আরাম-আয়েস বাড়ছে, বিজ্ঞান এগোচ্ছে, চাঁদে যাচ্ছি,- কিন্তু-মানুষের ‘মান’ ও ‘হুস’ কমছে। যোগ্যতা কমছে, দায়িত্ববোধ কমছে, শ্রদ্ধা-বিশ্বাস-ভালবাসা কমছে, পারস্পরিকতা কমছে, মানবিকতা ও সাহস কমছে, বোধ কমছে, কর্মপ্রবণতা কমছে, আদর্শ কমছে, ‘মানুষ’ কমছে। বিশাল বড় ডিগ্রি নিয়ে বড় অফিসার হয়ে আমরা ঘুস খাচ্ছি, বড় ডাক্তার হয়ে রোগীকে ব্যাবসার রসদ ভাবছি, বড় মন্ত্রী হয়ে কয়েকশ টাকার ঘোটালা করছি, প্রতিনিয়ত মিথ্যা বলছি, ব্যাভিচারে লিপ্ত হচ্ছি, চুরি করছি,ইনকাম ট্যাক্স ফাঁকি দিচ্ছি, অফিসের দেয়ালে

পানের ফিফ ফেলছি, মা-বাবাকে সংসারের বোঝা ভাবছি আর ভাবছি,- আমার দেশটা বদলে যাবে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে কিছুদিন থেকে যখন চলে আসছিলেন,- শ্রীশ্রীঠাকুর তাকে অনুরোধ করেন আরো কিছুদিন থেকে যাওয়ার জন্য। কিন্তু দেশবন্ধু বলেন, ঠাকুর, আপনার এখানে থাকতে পারলেই আমার ভাল লাগে। কিন্তু আমার স্বরাজ দলটার দায়িত্ব যে কারো উপর ছেড়ে কিছুদিন নিশ্চিন্তে আপনার কাছে থাকব, সে উপায় নেই। ঠাকুর সেদিন প্রত্যুত্তরে বলেছিলেন, দাসদা, আপনার একটা ছোট্ট স্বরাজ দলের দায়িত্ব দেওয়ার লোক পান না। দেশ স্বাধীন করে কার হাতে দেবেন? আজকে শ্রীশ্রীঠাকুরের আশংকাই সত্যি হচ্ছে। দেশে লোকের খুব অভাব। যোগ্যতার খুব অভাব। তাই আকাশ কুসুম কল্পনা না করে,- শুরু করতে হবে আমার নিজের থেকেই। নিজেকে বদলাতে হবে, শুধরাতে হবে, নতুন করে গড়তে হবে। কিভাবে শুধরাব নিজেকে, নিজের ত্রুটিগুলি কিভাবে ধরব? আমার মুখের কোন দাগ, কোন ময়লা পরিস্কার করতে হলে প্রয়োজন একটি আয়নার। সেই আয়নায় নিজের চেহারার ময়লা-দাগ দেখে আমি তা পরিস্কারে ব্রতী হই। কিন্তু আমার স্বভাবের-চরিত্রের ময়লা ধরা পড়বে কিভাবে। প্রয়োজন সেই আয়নারূপ জীবন্ত আদর্শের,- যাঁকে ভালবেসে আমি তাঁকে অনুসরণ করব। তাঁকে খুশী করাই হবে আমার জীবনচলনার উদ্দেশ্য, আর তখনই আমার স্বভাবের-চরিত্রের ময়লাগুলি ধরা পড়বে। সদগুরুই

পারেন আমার ভিতরের অপ্রকাশিত সম্ভাবনাগুলি প্রকাশিত করে আমার জীবনকে আরো উন্নত করে তুলতে। বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান গভীর পাণ্ডিত্য ও অসীম ক্ষমতার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও, বনে জংগলে ঘুরে বেড়াত। সে তার গুন সম্পর্কে নিজে অবগত ছিলনা। তাঁর জীবন ছিল উদ্দেশ্যহীন যতক্ষণ সে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের সাক্ষাত পায় নি। কিন্তু ভগবান শ্রীশ্রীরামচন্দ্রের প্রতি তাঁর গভীর প্রেম ও বিশ্বাস তাঁকে অমর করে রেখেছে। শ্রীশ্রীরামচন্দ্রকে খুশী করতে গিয়েই সে এমন এমন অসম্ভব কাণ্ড ঘটিয়েছে, যার সম্পর্কে তার পূর্বে কোন ধারণাই ছিল না। শ্রীরামচন্দ্রের প্রেমের যাদুতে বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান পরিনত হলেন ভক্তশ্রেষ্ঠ মহাবলী হনুমানে। তেমনি আমাদের প্রত্যেকের জীবনেই প্রয়োজন শ্রীশ্রীরামচন্দ্রের মত এমন এক জীবন্ত আদর্শ,- যিনি আমাদের জীবনের পথ দেখাবেন, ভালবাসবেন, শাসন করবেন, শুধরে দেবেন। আর, এই জীবন্ত আদর্শকে গ্রহণ করার প্রাথমিক পদক্ষেপই হল দীক্ষা,- দক্ষতা অর্জনের শুভারম্ভ। তাই গনদীক্ষা ও দীক্ষান্তে সঠিক অনুশীলনই পারে দেশ বদলাতে। নতুবা, তেল মাখা পিচ্ছিল বাঁশ বেয়ে উপরে উঠার মতই হবে দেশের অগ্রগতি।

ডাঃ রাজেশ চৌধুরী
আগরতলা

শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের আবির্ভাব দিবসের অনুষ্ঠান সম্পন্ন গুয়াহাটি সংসঙ্গ বিহারে

সানি রায়, গুয়াহাটি : সংসঙ্গের প্রতিষ্ঠাতা শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের ১৩৯তম শুভ আবির্ভাব দিবস ঘিরে উৎসবমুখর পরিবেশে বিরাজমান গৌহাটি সংসঙ্গ বিহার। গুয়াহাটি ভাঙ্গাগড়স্থিত সংসঙ্গ বিহারে যুগ পুরুষোত্তম শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের আবির্ভাব দিবসে দিনভর বিভিন্ন কার্যসূচির মাধ্যমে সুসম্পন্ন হয় এদিনের অনুষ্ঠান সূচি।

উল্লেখ্য, সংসঙ্গের প্রতিষ্ঠাতা শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের আবির্ভাব দিবস শুধু গৌহাটি সংসঙ্গ বিহারে সীমাবদ্ধ নয়, সারা দেশ সহ বিদেশেও উদযাপন হতে দেখা গেছে এই মহতি দিনটি। শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের বাঁচা এবং বাড়ী কে কেন্দ্র করে সংসঙ্গীদের মধ্যে এক উৎসাহব্যঞ্জক অনুষ্ঠানে পরিণত ঠাকুর এর ১৩৯তম শুভ আবির্ভাব দিবস। উক্ত দিনে গৌহাটি সংসঙ্গ বিহারে প্রাত, নগর পরিক্রমা থেকে শুরু করে দিনভর বিভিন্ন কার্যসূচির মাধ্যমে ভাণ্ডার প্রসাদ বিতরণ, বিকেলে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ধর্মসভা সহ সান্ধ্য বিনতী প্রার্থনা, আলোকসজ্জা সন্ধ্যায় সমবেত সংসঙ্গ, রাতে ভাণ্ডার প্রসাদ বিতরণ করে দিনভর অনুষ্ঠানের আয়োজন সম্পন্ন হয়। উক্ত আবির্ভাব দিবসে কমকরে ও ১০ হাজারের অধিক ভক্ত সমাগম চোখে পড়ে। গুয়াহাটি সংসঙ্গ বিহারের উল্লেখনীয় বিষয় হলো আহোম- বড়ো- রাভা- মিচিং- বাঙালি সহ রাজ্যের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভক্ত সমাগম মন্দির প্রাঙ্গণকে এক গুণ্যধামে পরিণত করে দিয়েছে ঠাকুরের শুভ আবির্ভাব দিবসে। এদিন সংসঙ্গের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সহ সমবেত সান্ধ্য সংসঙ্গের আয়োজনে যুবক-যুবতী, আবাল বৃদ্ধ বনিতাদের আনন্দে মাতোয়ারা দৃশ্য যেন চোখে পড়ে। সবমিলিয়ে দিনভর বিভিন্ন কার্যসূচির মাধ্যমে সুসম্পন্ন হয় সংসঙ্গের প্রতিষ্ঠাতা শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের ১৩৯তম শুভ আবির্ভাব দিবস।

এই সাপ্তাহের রাশিফল.....

মেঘ রাশি

জাতক জাতিকাদের এই সপ্তাহে তাদের স্বাস্থ্যের প্রতি ভালো যত্ন নিতে হবে। সপ্তাহের শুরুতে আপনার পুরানো রোগে কষ্ট পেতে হতে পারে। অন্যথায়, আপনাকে শারীরিক সমস্যার সম্মুখীন হতে হতে পারে। এই সময়ে, আপনার জীবনে হঠাৎ ঘটে যাওয়া যেকোনও ঘটনা আপনার উদ্বেগের একটি বড় কারণ হতে পারে। ঘর সাজানো বা মেরামত ইত্যাদিতে আপনার পকেট থেকে আরও বেশি অর্থ ব্যয় করতে হতে পারে।

বৃষ রাশি

জাতক জাতিকাদের জন্য সপ্তাহের শুরুটা খুবই চমৎকার হতে চলেছে। আপনার আত্মবিশ্বাসে পূর্ণ থাকবে। এই সময়টি কর্মজীবী মহিলাদের জন্য খুবই শুভ হতে চলেছে। সম্মান বাড়তে থাকবে। আপনার কঠোর পরিশ্রম আপনার কাজের জন্য ভালো হবে। এই সময়ে ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তির কাঙ্ক্ষিত লাভ পাবেন। অর্থ লেনদেনের সময় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

মিথুন রাশি

জাতকদের এই সপ্তাহে তাদের স্বাস্থ্য ও শত্রুদের প্রতি খুব সতর্ক থাকতে হবে। সপ্তাহের শুরুতে, আপনাকে সেইসব লোকদের থেকে অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে। অপ্রয়োজনীয় বিবাদ এড়ানোর পরিবর্তে আপনার নিজের কাজে মনোযোগ দেওয়া উচিত। কোনও অবহেলা ছাড়াই আপনার কাজ আরও ভালোভাবে করা উচিত।

কর্কট রাশি

কর্কট রাশির জাতকদের জন্য এই সপ্তাহটি মিশ্র হবে। সপ্তাহের শুরুতে পরীক্ষা ও প্রতিযোগিতার জন্য প্রস্তুতি নেওয়া শিক্ষার্থীরা কিছু ভালো খবর পেতে পারে। কেরিয়ার ও ব্যবসার কাজে এগিয়ে যেতে পারেন। বিদেশের সঙ্গে সম্পর্কিত ব্যবসায় অপ্রত্যাশিত লাভ হতে পারে।

সিংহ রাশি

জাতকদের জন্য অনেক সুখ বয়ে আনে। সপ্তাহের শুরুতে, আপনি প্রিয়

পরিবারের সদস্যের সঙ্গে সম্পর্কিত কিছু সুসংবাদ পাবেন। যা বাড়িতে আনন্দের পরিবেশ তৈরি করবে। যারা দীর্ঘদিন ধরে জমি, বাড়ি ইত্যাদি কেনা বেচার চেষ্টা করছেন তাদের জন্য এই সপ্তাহটি খুবই শুভ। যারা বিদেশে কেরিয়ার বা ব্যবসা করার চেষ্টা করছেন তারা কাঙ্ক্ষিত সাফল্য পাবেন।

কন্যা রাশি

জাতক জাতিকাদের সপ্তাহের শুরুতে তাদের কেরিয়ার বা ব্যবসার সঙ্গে সম্পর্কিত দীর্ঘ বা স্বল্প দূরত্বের ভ্রমণ করতে হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে আপনার কাজের জন্য আপনাকে আপনার বসের ত্রুটির সম্মুখীন হতে হতে পারে। কর্মজীবী মহিলাদের জন্য এই সময়টা একটু কঠিন হতে পারে। এই সময়ে, হঠাৎ করে বড় কোনও ব্যয়ের কারণে আপনার বাজেট বিঘ্নিত হতে পারে। তবে, আপনার বন্ধুবান্ধব ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের সাহায্যে, আপনি এই সব সমস্যা কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হবেন।

তুলা রাশি

জাতকদের জন্য এই সপ্তাহটি খুবই ভাগ্যবান হতে চলেছে। এই সপ্তাহে আপনার পরিকল্পিত কাজ সময়মতো সম্পন্ন হবে। আপনি আপনার প্রচেষ্টার পূর্ণ ফলাফল পাবেন। যারা দীর্ঘদিন ধরে তাদের কর্মক্ষেত্রে পরিবর্তনের কথা ভাবছেন, তাদের ইচ্ছা এই সপ্তাহে পূরণ হতে পারে। কর্মজীবীদের জন্য অতিরিক্ত আয়ের উৎস তৈরি হবে। সঞ্চিত সম্পদ বৃদ্ধি পাবে। রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের জন্য এই সপ্তাহটি বিশেষভাবে লাভজনক হবে।

বৃশ্চিক রাশি

জাতকদের এই সপ্তাহে তাদের শরীর ও সম্পর্কের দিকে অনেক মনোযোগ দিতে হবে। এই সপ্তাহে যদি আপনি আপনার অভ্যাস নিয়ন্ত্রণে রাখুন। নতুন ব্যবসায়ীরা কাঙ্ক্ষিত সাফল্য অর্জন করবেন। ব্যবসার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের কোনও বড় চুক্তি করার আগে অবশ্যই তাদের শুভাকাঙ্ক্ষীদের কাছ থেকে পরামর্শ নেওয়া উচিত।

ধনু রাশি

গত সপ্তাহের তুলনায় এই সপ্তাহ ধনু রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য

বেশি শুভ হবে। সপ্তাহের শুরু থেকেই, আপনি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মানুষের কাছ থেকে পূর্ণ সমর্থন দেখতে পাবেন। যার কারণে আপনার সমস্ত কাজ সময়মতো সম্পন্ন হবে। কর্মক্ষেত্রে, সিনিয়র ও জুনিয়র উভয়ই আপনার কাজে সাহায্য করবেন। এই সপ্তাহে, আপনি বিলাসবহুল কিছু কিনতে পারেন। যা আপনি দীর্ঘদিন ধরে কেনার কথা ভাবছিলেন।

মকর রাশি

মকর রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য এই সপ্তাহটি একটু ব্যস্ততার মধ্য দিয়ে যাবে। সপ্তাহের শুরুতে কর্মক্ষেত্রে অতিরিক্ত কাজের চাপ থাকতে পারে। যার কারণে আপনাকে অতিরিক্ত কঠোর পরিশ্রম ও প্রচেষ্টা করতে হবে। এই সব কিছুর পাশাপাশি, আপনার স্বাস্থ্যের যত্ন নিন। আপনার দৈনন্দিন রুটিন এবং খাদ্যাভ্যাস ঠিক রাখুন, অন্যথায় আপনার পেট সম্পর্কিত সমস্যা হতে পারে। যদি আপনি আপনার চাকরি পরিবর্তন করার কথা ভাবছেন, তাহলে ভুল করেও এই বিষয়ে কোনও সিদ্ধান্ত এখন নেবেন না।

কুম্ভ রাশি

এই সপ্তাহে, তাদের বুদ্ধিমত্তার কারণে, কুম্ভ রাশির জাতকরা দীর্ঘদিন ধরে যা চেষ্টা করে আসছেন তা অর্জনে সফল হবেন। সপ্তাহের শুরুতে আপনার কেরিয়ার ও ব্যবসার জন্য খুবই শুভ সময় হবে। এই সময়ে আপনি আপনার ব্যবসাতে কাঙ্ক্ষিত সাফল্য ও লাভ করতে পাবেন। চাকরিজীবীরা এই সপ্তাহে তাদের কর্মক্ষেত্রে কিছু গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পেতে পারেন। তাদের আয়ের নতুন উৎস তৈরি হবে। বেকার ব্যক্তির কোনও প্রভাবশালী ব্যক্তির সহায়তায় কর্মসংস্থান লাভ করতে পারবেন।

মীন রাশি

মীন রাশির জাতকদের জন্য এই সপ্তাহটি আপনার পরিবারের সুখ বাড়বে। যারা বিদেশে কেরিয়ার বা ব্যবসা করার কথা ভাবছিলেন, তাদের পথে আসা সমস্যাগুলি সমাধান হবে। যদি আপনার পরিবারের কোনও সদস্যের সঙ্গে মতবিরোধ থাকে, তাহলে একজন বয়স্ক ব্যক্তির সাহায্যে তা সমাধান হয়ে যাবে। সপ্তাহের মাঝামাঝি সময়ে লটারি প্রাপ্তির সম্ভাবনা রয়েছে।

জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে একজোট বিরোধীরা

অপসারণের দাবিতে এবার সংসদের দু'কক্ষেই ইমপিচমেন্ট প্রস্তাব!

নতুন দিল্লি (সংবাদ সংস্থা) : দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের অপসারণের দাবিতে ফের ইমপিচমেন্ট প্রস্তাব আনতে এককট্টা বিরোধী শিবির। সূত্রের খবর, সংসদের দু'কক্ষেই নোটিশ জারি করা হতে পারে। তার প্রস্তুতিও শুরু হয়েছে ইতিমধ্যে। নোটিসের সপক্ষে আইনি পরামর্শও নিচ্ছে বিরোধীরা। সূত্রের দাবি, গত ১০ মাসে জ্ঞানেশ কুমারের সঙ্গে একাধিকবার মতপার্থক্য হয়েছে বাকি দুই নির্বাচন কমিশনার বিবেক জোশী ও সুখবীর সিং সিধুর। অভিযোগ, তাঁদের আপত্তি সত্ত্বেও একাই একাধিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন জ্ঞানেশ কুমার। এর ভিত্তিতেই এবার জ্ঞানেশের বিরুদ্ধে একজোট হয়েছে বিরোধী শিবির।

দুধের তৈরি না হলে বলা যাবে না 'পনির', ভেজালের রমরমা রুখতে কড়া নিয়মের পথে কেন্দ্র
দুধের তৈরি না হলে বলা যাবে না 'পনির', ভেজালের রমরমা রুখতে কড়া নিয়মের পথে কেন্দ্র এর আগে জ্ঞানেশ কুমারকে সরাতে লোকসভা এবং রাজ্যসভায় প্রস্তাব আনা হয়েছিল। যদিও বিরোধীদের জারি করা নোটিশ খারিজ করে দেওয়া হয়। দেশীয়

সংবাদমাধ্যমের একটি প্রতিবেদন প্রকাশ্যে আসার পরেই দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের ভূমিকা ও কমিশনের অন্দরের টানাপোড়েনের বিষয় নিয়েও আলোচনা তৈরি হয়েছে। সূত্রের দাবি, গত ১০ মাসে জ্ঞানেশ কুমারের সঙ্গে একাধিকবার মতপার্থক্য হয়েছে বাকি দুই নির্বাচন কমিশনার বিবেক জোশী ও সুখবীর সিং সিধুর। অভিযোগ, তাঁদের আপত্তি সত্ত্বেও একাই একাধিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন জ্ঞানেশ কুমার। এর ভিত্তিতেই এবার

জ্ঞানেশের বিরুদ্ধে একজোট হয়েছে বিরোধী শিবির। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার পদ থেকে সরাতে তাঁর বিরুদ্ধে ইমপিচমেন্ট প্রস্তাব আনা হচ্ছে বলে খবর। কংগ্রেস সূত্রে জানা গিয়েছে, আইনি বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে পরামর্শ করে জ্ঞানেশ কুমারের অপসারণ প্রস্তাবের একটি খসড়াও তৈরি হচ্ছে। বিরোধী দলগুলি পৃথকভাবে সংসদের দুই কক্ষেই নোটিশ জারি করতে পারে। উল্লেখ্য, মুখ্য নির্বাচন কমিশনার একটি সাংবিধানিক পদ। সেই পদের বিরোধিতা

করে ইমপিচমেন্ট প্রস্তাব আনতে গেলে অন্তত ১০০ জন সাংসদের সম্মতি প্রয়োজন। জ্ঞানেশের পদত্যাগ, গ্রেফতারির দাবি জানিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে শুরু করে অরবিন্দ কেজরিওয়াল, রাহুল গান্ধীরা। এই মর্মে বৃহস্পতিবার মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে দিল্লির পার্লামেন্ট স্ট্রিট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন কৃষ্ণনগরের সাংসদ মৃদুলা মৈত্র। অবিলম্বে এফআইআর দায়ের করে জ্ঞানেশকে তদন্তের আওতায় আনার আবেদন জানান তিনি। সেই সঙ্গে মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে 'ক্রিমিনাল' বলে কটাক্ষ করে মৃদুলা বলেন, "দুই নির্বাচন কমিশনার সুখবীর সিং সিধু এবং বিবেক জোশীর সঙ্গে জ্ঞানেশ কুমার যা করছেন, তা বেআইনি। তাঁদের অগ্রহা করে জ্ঞানেশ কুমার এককভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।" এই প্রসঙ্গে রাজ্যসভার তৃণমূল ডেরেক ও'ব্রায়েন ঐক্যবদ্ধ হয়ে লড়াই বার্তা দিয়ে একটি বিবৃতিও জারি করেন।

সাবান, শ্যাম্পু, টুথপেস্ট আমিষ না নিরামিষ? প্যাকেটে প্রতীক দিয়ে জানাতে বলল কেন্দ্র

নতুন দিল্লি, (সংবাদ সংস্থা) : দুর্গাপূজায় আমিষ-নিরামিষ বিতর্কে ইতিমধ্যেই উত্তপ্ত বাংলা। আর সেই বিতর্কের মধ্যেই এবার নতুন নিয়ম লাগু করল কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদি সরকার। এবার থেকে সাবান, শ্যাম্পু থেকে শুরু করে টুথপেস্ট, অন্যান্য প্রসাধনী ও টয়লেট সামগ্রী নিরামিষ না আমিষ, সেটা জানানো বাধ্যতামূলক করা হল। এখন থেকে প্রোডাক্টটি নিরামিষ না আমিষ, সেটা জানাতে প্যাকেটের গায়ে বাধ্যতামূলক প্রতীক বা সিম্বল দিতে হবে। এর মাধ্যমেই ক্রেতার নিজে পছন্দমতো প্রোডাক্ট কিনতে পারবেন।

এই ধরনের পণ্যের ক্ষেত্রে লেবেলিং সংক্রান্ত নিয়ম নির্দিষ্ট করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। সেই মতো লিগেল মেট্রোলোজি (প্যাকেজ কমিশন) রোলস, ২০১১-এ সংশোধন আনা হয়েছে। আর সোমবার থেকেই এই নতুন নিয়ম কার্যকর করা হচ্ছে। তাই এখন থেকে অনায়াসে কোনও প্রোডাক্ট কেনার সময় বোঝা যাবে যে সেটা নিরামিষ না আমিষ।

নতুন নিয়ম অনুযায়ী, যেই প্রোডাক্ট নিরামিষ উপাদান দিয়ে তৈরি, তার প্যাকেটে সবুজ রঙের ডট দিতে হবে। এভাবেই বোঝা যাবে প্রোডাক্টটি নিরামিষ।

কলকাতার কুমোরটুলি টু ক্যারোলিনা, 'আলাপনে'র দুর্গাপূজা ঘিরে আমেরিকায় বাংলার মাটির গন্ধ



ওয়াশিংটন (সংবাদ সংস্থা) : বাঙালির অন্যতম শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপূজা আসছে। মাঝে আর মাত্র কয়েকটা দিন। মা আসছেন। তারপরেই অপেক্ষার অবসান ঘটাবে দেবী দুর্গার আগমন। আর তার আগেই কার্যত, আমেরিকার সাউথ ক্যারোলিনার 'আলাপন'ও এর ব্যতিক্রম নয়। তিনবছর ধরে তাদের উদ্যোগে ট্রান্সপের দেশে পূজিত হচ্ছে উমা। একটুকরো বাংলার আবহ উপভোগ করেন সকলে। তবে এবছর 'আলাপনে'র বিশেষ আকর্ষণ খোদ কুমোরটুলি থেকে আনা দেবী দুর্গা। রয়েছে আরও চের আয়োজন।

হাতে মাত্র একমাসেরও কম সময়। তাই বাংলার মতো তোড়জোড় না হলেও ডিমে তালে প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে সাউথ ক্যারোলিনার টিম 'আলাপন'। এই পূজো কমিটির সদস্যরা জানিয়েছেন, প্রতি বছর নিষ্ঠা, আনন্দ ও আবেগের সঙ্গে দুর্গাপূজা করে থাকেন। যা আমেরিকার মাটিতে বয়ে আনে

বাংলার ঐতিহ্য, স্মৃতি, সংস্কৃতি আর শারদোৎসবের চিরপরিচিত আবহ। এরপরই সবচেয়ে বড় চমকের খবরটি জানিয়েছেন তাঁরা।

এই বছর 'আলাপনে'র তৃতীয় বর্ষের দুর্গাপূজা। এবারই প্রথম কলকাতার কুমোরটুলি থেকে দুর্গাপ্রতিমা পাড়ি দিচ্ছে সাউথ ক্যারোলিনায়। ফলে আনন্দ আর আকর্ষণ যেন তিনগুণ বেড়ে গিয়েছে। টিম 'আলাপন' মনে করছে, এবছরের পূজো তাদের কাছে শুধুমাত্র সমুদ্র পেরিয়ে দুর্গাপ্রতিমার যাত্রা নয়। বরং কুমোরটুলি থেকে ক্যারোলিনা, বাংলা থেকে আমেরিকা এবং এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মের শিকড়ের কাছে ফিরে আসার এক আবেগময় যাত্রা। এ তো গেল আলাপনের দশভুজার আয়োজন। পূজো প্রক্রিয়ায় আর যে যে আচার-অনুষ্ঠানে সাউথ ক্যারোলিনার এই দুর্গোৎসবকে সকলের কাছে আকর্ষণীয় করে তোলে, তার মধ্যে অন্যতম, মহিলা পুরোহিতের নেতৃত্বে পূজো। আলাপনের দুর্গাপূজো সম্পন্ন হয় একজন মহিলা পুরোহিতের পৌরোহিত্যে, যা ভারতের বাইরের দুর্গাপূজার পরিসরে এখনও তুলনামূলকভাবে বিরল। দুর্গাপূজার আয়োজন ও পরিচালনায় রয়েছে একদল মহিলা স্বেচ্ছাসেবক।

ইমিগ্রেশন ছাড়াই ভারত ছাড়েন ও ইতালীয়! অভিযুক্ত কর্মীকে সাসপেন্ড করল এয়ার ইন্ডিয়া

নতুন দিল্লি (সংবাদ সংস্থা) : দেশের অন্যতম ব্যস্ত ও হাই-সিকিউরিটি কেন্দ্র দিল্লি বিমানবন্দরে নজিরবিহীন ও মারাত্মক নিরাপত্তাজনিত গলদ। ইমিগ্রেশন বা অভিবাসন কর্তৃপক্ষের ছাড়পত্র ছাড়াই ইতালির তিন নাগরিক এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানে চেপে জার্মানির মিউনিখ পাড়ি দেন। বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই বিমান সংস্থাকে শোকজ করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। এবার ওই ঘটনায় নিজেদের এক কর্মীকে সাসপেন্ড করল এয়ার ইন্ডিয়া। কেন্দ্রের আসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রী রাম মোহন নাইডু মঙ্গলবার একথা জানালেন।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জানান, তদন্তে দেখা গিয়েছে বিমানবন্দরের নির্ধারিত পথ ধরে যাত্রীদের পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্বে থাকা এয়ার ইন্ডিয়ার কর্মী নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করেননি। ওই কর্মীকে দোষী সাব্যস্ত করে অবিলম্বে বরখাস্ত করা হয়েছে। অন্যদিকে, তিন ইতালির নাগরিকের ঘটনার প্রেক্ষিতে কানেক্টিং আন্তর্জাতিক ফ্লাইটে ভ্রমণকারী যাত্রীদের জন্য পরিচালন ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত কার্যপদ্ধতি পর্যালোচনা করা হচ্ছে। ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে একটিমাত্র পদ্ধতির বদলে নিরাপত্তা যাচাইয়ে একাধিক স্তরের বিষয়টি বিবেচনা করা হচ্ছে।

ক্ষমতাচ্যুত বিজয়নের পিঠেও দুর্নীতির দাগ! ইন্ডির প্রস্তাবে পুলিশকে তদন্তের নির্দেশ করল সরকারের

তিরুবনন্তপুরম (সংবাদ সংস্থা) : আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগে বিপাকে কেরলের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন ও তাঁর পরিবার। কোচিন মিনারেলস অ্যান্ড রুটাইল লিমিটেড-কে ঘিরে তথাকথিত আর্থিক অনিয়ম ও ঘুষ কাণ্ডে নাম জড়িয়েছিল বিজয়নের। সেই মামলায় ইন্ডির প্রস্তাব মেনে এবার কেরল পুলিশকে তদন্তের অনুমতি দিল ডি ডি সতীশনের কংগ্রেস সরকার। গোটা ঘটনার পেছনে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা দেখছে সিপিআই(এম)।

মঙ্গলবার কেরলের স্বরাষ্ট্র দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, ইন্ডির প্রস্তাবের ভিত্তিতে কেরল পুলিশের অপরাধ দমন শাখা এই দুর্নীতির অভিযোগের প্রাথমিক তদন্ত করবে। প্রাথমিক তদন্তের পরই দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের



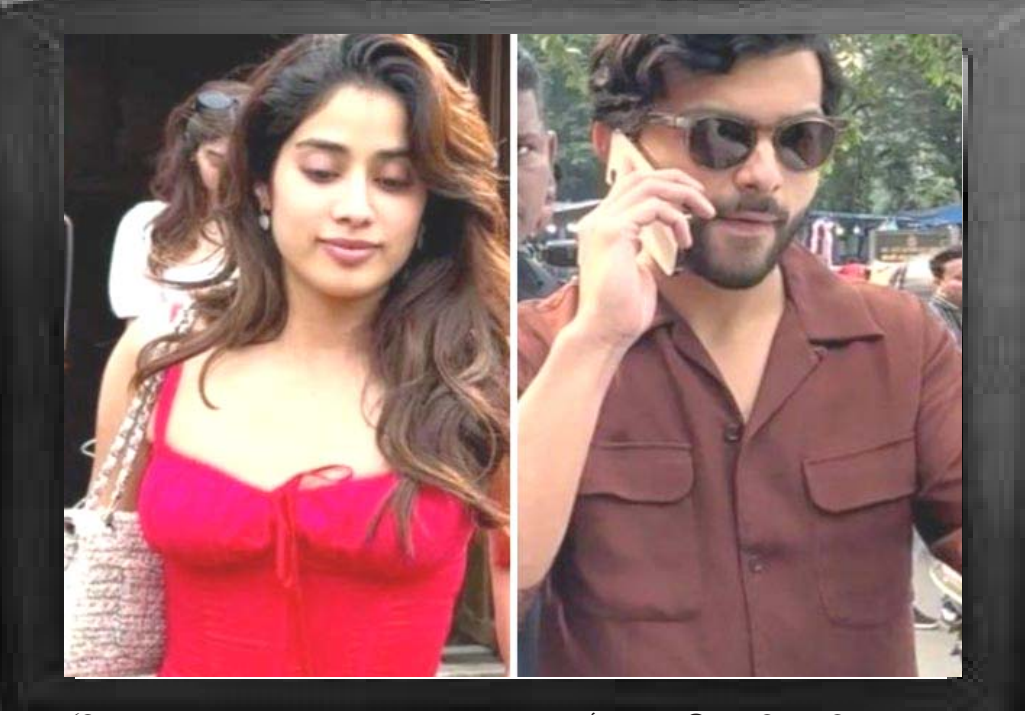
অধীনে এফআইআর দায়ের করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। এর পাশাপাশি কেরলের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রমেশ চেন্নিথাল্লা সাংবাদিক বৈঠক করে বলেন, সিপিএম পার্টির নেতাদের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ উঠেছে ভিত্তিতেই তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এখানে কোনও রাজনীতি নেই, আইনি বাধ্যবাধকতার কারণেই এই পদক্ষেপ।

সিএমআরএল মামলায় প্রবীণ সিপিএম নেতা পিনারাই বিজয়ন, তাঁর মেয়ে টি বীণা এবং জামাই

তথা সিপিআই(এম) নেতা পি এ মহম্মদ রিয়াসের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়েরের জন্য রাজ্য পুলিশের ডিউর কাছে আবেদন করেছিল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। বিধানসভা নির্বাচনের আগে থেকেই বিজয়ন ও তাঁর মেয়ের দিকে নজর ছিল ইন্ডির। একাধিকবার তাঁর বিভিন্ন ঠিকানায় হানাও দেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী আধিকারিকরা। প্রাথমিক তদন্তের ভিত্তিতে ইডি আধিকারিকদের বক্তব্য ছিল, বিজয়নের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা উচিত

কেরল পুলিশের। পিনারাই, তাঁর মেয়ে এবং জামাই মহম্মদ রিয়াসের বিরুদ্ধে দুর্নীতির মামলায় এফআইআর দায়েরের দাবি জানিয়ে কেরল পুলিশের কাছে রিপোর্ট পাঠায় ইডি। বিস্তারিত ওই রিপোর্টে বলা হয়, কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার দ্বারা উদ্ধার করা প্রমাণগুলি দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন ও অন্য প্রাসঙ্গিক আইনের ধারায় একটি পৃথক মামলা নথিভুক্ত করার প্রয়োজন রয়েছে। কারণ এমন কিছু অপরাধ এই মামলায় সংগঠিত হয়ে থাকতে পারে, যা ইন্ডির তদন্তের এস্ত্রিয়ারে পড়ে না। ইন্ডির সেই প্রস্তাবের পর কেরলের মুখ্যমন্ত্রী ডি ডি সতীশনও জানিয়েছিলেন, ইন্ডির ওই চিঠি খতিয়ে দেখার পরই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। অবশেষে এই মামলায় রাজ্য পুলিশকে তদন্ত করার নির্দেশ দিল কেরল সরকার।

শীঘ্রই বিয়ের পিঁড়িতে জাহ্নবী কাপুর ও শিখর পাহাড়িয়া!



সম্পর্ক নিয়ে কোনও রাখঢাক করেন না। প্রেমিকের কথা প্রকাশ্যে বলেন জাহ্নবী কাপুর। এ বার সেই সম্পর্কেই আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা অভিনেত্রীর। খুব শীঘ্রই নাকি প্রেমিক শিখর পাহাড়িয়ার সঙ্গে বিয়ের পিঁড়িতে বসবেন শ্রীদেবী-কন্যা। বিয়ের অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা কেমন?

শোনা যাচ্ছে চলতি বছরের অক্টোবরের মধ্যে বিয়ে করতে চলেছেন জাহ্নবী ও শিখর। সাবেকি নিয়ম মেনে বিয়ে করবেন তাঁরা। জামনগরে বসতে পারে তাঁদের বিয়ের আসর। জাহ্নবীর বিয়ের খবর প্রকাশ্যে আসতেই উচ্ছ্বসিত অনুরাগীরা। তবে জাহ্নবী বা শিখর এখনও কোনও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করেননি। বরং জাহ্নবীর বাবা অর্থাৎ বনি কপুর এই জল্পনা সম্পূর্ণ ভুল দাবি করেছেন। তাঁর মতে, এখনও বিয়ের কোনও পরিকল্পনা নেই।

২০২৪ সালে ‘ময়দান’ ছবির প্রদর্শনের

অনুষ্ঠানে জাহ্নবী পরেছিলেন শিখরের নাম লেখা লকেট। ‘শিখু’ লেখা সেই লকেট পরেই একপ্রকার সম্পর্কে সিলমোহর দিয়েছিলেন তিনি। তবে তা ছাড়াও, বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে শিখরের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছিলেন তিনি। তাঁর জীবনে শিখর কত বড় জায়গা, তা বার বার বলেছেন তিনি। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে, মন্দিরে শিখরের হাতে হাত রেখে ঘুরতেও দেখা গিয়েছে জাহ্নবীকে।

২০১৬ সাল থেকে জাহ্নবী ও শিখরের প্রেমের গুঞ্জন শুরু। তবে ২০১৮ সালে তাঁদের মধ্যে দূরত্ব তৈরি হয়েছিল। সেই সময়ে বলিউডে অভিনয়ের সফর শুরু করেছিলেন জাহ্নবী। তবে ২০২২ সালে ফের সম্পর্কে জোড়া লাগে তাঁদের। তার পর থেকে তাঁরা প্রকাশ্যে ক্যামেরার সামনে আসতে শুরু করেন। জাহ্নবীর পরিবারের সঙ্গেও শিখরের সুসম্পর্ক বলে শোনা যায়। পরিবারের সব অনুষ্ঠানে তিনি থাকেন।

বাড়ি বন্ধক রেখেছিলেন দিয়া

শুধু অভিনয় নয়, একটা সময়ে ছবি প্রযোজনাও করেছেন দিয়া মির্জা। আর যে কারণে বাড়ি বন্ধক পর্যন্ত রাখতে হয়েছিল তাঁকে। ব্যাঙ্ক থেকে লোন নিয়ে তিনি ২০১৪ সালে তৈরি করেছিলেন ‘ববি জাসুস’। আর্থিক সমস্যা সত্ত্বেও বিদ্যা বালানের পারিশ্রমিক দিতে এতটুকুও অতিরিক্ত সময় নেননি তিনি।

‘রেহনা হায়া তেরে দিল মে’ সিনেমার মাধ্যমে বলিউডে পা রাখেন দিয়া মির্জা। ২০১৪ সাল নাগাদ ‘ববি জাসুস’ তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন দিয়া। বিদ্যাও রাজি ছিলেন অভিনয়ের জন্য। তবে মাঝপথেই সরে যান বিনিয়োগকারীরা। মহিলা প্রযোজক হওয়ার কারণেই হয়তো নানা ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে বলে মনে করেন দিয়া।

একটি সাক্ষাৎকারে দিয়া জানান, প্রযোজনায় আসার পরে তাঁকে বলা হয়েছিল, অভিনেত্রী হিসাবে তিনি আর কাজ পাবেন না। তাঁর কথায়, ‘প্রথম কেনা বাড়িটি আমি বন্ধক রেখেছিলাম। বিদ্যা বালানের মতো অসাধারণ অভিনেত্রীকে নিয়েও কাজ করতে পেরেছি। তবে এমন ঘটনা যে ঘটতে পারে এমনটা কল্পনাও করিনি কখনও।’

এমন একটা সময়ে তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে ভাবেই হোক ছবিটি তৈরি করবেন। ব্যাঙ্ক থেকে লোন নেন, নিজের বাড়ি বন্ধক রাখেন।

৭২তম জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার, দাদাসাহেব ফালকে সন্মান অনন্ত নাগকেয়ুব

বিচিত্রা প্রতিনিধি, গান্ধীনগর : মঙ্গলবার গুজরাটের একতানগরে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ২০২৪ সালের ৭২তম জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার প্রদান করলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। এ বছর ভারতীয় চলচ্চিত্রের সর্বোচ্চ



সন্মান দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার পেলেন প্রবীণ অভিনেতা অনন্ত নাগ। পুরস্কারপ্রাপকদের অভিনন্দন জানিয়ে রাষ্ট্রপতি বলেন, সিনেমা ভারতের বিভিন্ন ভাষা, ঐতিহ্য, মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং জীবনসংগ্রামের প্রতিফলন। একটি ছবির সাফল্যের পেছনে অভিনেতা-অভিনেত্রী থেকে শুরু করে দলের প্রতিটি সদস্যের অবদানকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্যও তিনি চলচ্চিত্র কর্মীদের আহ্বান জানান। সৃজনশীল শিল্পের সঙ্গে যুক্ত কর্মী ও সহকারীদের মর্যাদা এবং সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয়তার কথাও বলেন মুর্মু। পাশাপাশি বিভিন্ন পুরস্কারের বিচারকমণ্ডলীতে মহিলাদের আরও বেশি অংশগ্রহণের উপর জোর দেন তিনি। দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার গ্রহণ করে অনন্ত নাগ দর্শকদের ভালবাসা ও সমর্থনের জন্য কৃতজ্ঞতা জানান। থিয়েটার দিয়ে তাঁর অভিনয়জীবন শুরু হয়েছিল। পরে চলচ্চিত্রে এসে শ্যাম বেনেগালের মতো পরিচালকের সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতার কথাও স্মরণ করেন তিনি। ব্রহ্মযুগম ছবির জন্য মাম্মুটি এবং চন্দু চ্যাম্পিয়ন-এর জন্য কার্তিক আরিয়ান যৌথ ভাবে সেরা অভিনেতার পুরস্কার পেয়েছেন। আটিকল ৩৭০-এর জন্য সেরা অভিনেত্রীর পুরস্কার পেয়েছেন ইয়ামি গৌতম। ছবিটিই সেরা ফিচার ফিল্মের পুরস্কারও পেয়েছে। কক্ষি ২৮৯৮ এডি পেয়েছে সেরা জনপ্রিয় ছবি মনোরঞ্জন ও সুস্থ বিনোদন’-এর পুরস্কার। চলচ্চিত্রে ক্ষতিকর পদার্থের প্রচার না করে স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের বার্তা দেওয়ার জন্যও চলচ্চিত্রজগতের প্রতি আবেদন জানান রাষ্ট্রপতি। কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণে জানান, দেশের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য তুলে ধরা এবং পর্যটনকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারের অনুষ্ঠান বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ পর্যটনস্থলে আয়োজন করা হবে। তিনি জানান, পরবর্তী ‘ওয়েভস’ সম্মেলন ২০২৭ সালের অক্টোবরে অনুষ্ঠিত হবে। এ বার জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারের জন্য ৩৪টি ভাষায় ৪০০টি পূর্ণদৈর্ঘ্য এবং ২৪টি ভাষায় ১৬১টি নন-ফিচার ছবি জমা পড়েছিল।

‘চিকনি চামেলি’ ক্যাটরিনা

মা হওয়ার পর ‘চিকনি চামেলি’ ক্যাটরিনার শারীরিক গঠনে এসেছে আমূল পরিবর্তন। সেই ছিপছিপে গড়ন অতীত, খুব স্বাভাবিকভাবেই সন্তান প্রসবের পর এখন বেশ গোলমূল! ভিকির হাত ধরে আত্মনি পরিবারের গণেশ পূজোয় আসেন, পাপারাজ্জিদের অনুরোধে ক্যামেরায় পোজও দেন। অতঃপর চর্চায় ক্যাটরিনার চেহারা। একসময় যাঁর শরীরী বিভঙ্গ পর্দায় দর্শক উপভোগ করত, এখন তাঁরাই কটাক্ষ করতে ছাড়ছেন না। ক্যাটরিনা মুখ না খুললেও ট্রোলার মোক্ষম জবাব দিয়েছেন সতীর্থরা। তবে বিগ বসের ঘরে প্রাক্তনের সমর্থনে সলমনের ঝাঁজালো প্রতিবাদের পর ক্যাটরিনার কাছে ক্ষমা চাইলেন পাক রেডিও জকি এজাজ ওয়ারিস।

ক্যাটরিনার শারীরিক গঠন নিয়ে খাপ পধ্যয়েত বসানোর দলে তিনিও ছিলেন। তবে সলমন খান

যেভাবে বিগ বসের ঘরে জামা খুলে প্রতিবাদের সুর চড়িয়েছেন তাতেই নিজের ভুল বুঝতে পেরেছেন এজাজ। ক্যাটরিনার কাছে দোষ স্বীকার করার পাশাপাশি সলমনের কাছেও ক্ষমাপ্রার্থী। মাতৃত্বকালীন সময়ে ক্যাটরিনার ওজন বৃদ্ধি নিয়ে হাসি-ঠাট্টা রসিকতার জোয়ারে গা ভাসিয়েছিলেন। তবে শনিবার ‘উইকেন্ড কা ভার’ পর্বের পর একটি ভিডিও প্রকাশ করে এছেন মন্তব্যের জন্য ক্ষমা চান। স্বীকার করেন, কমেডি করতে গিয়েই সীমা অতিক্রম করে ফেলেছিলেন।

ইনস্টাগ্রামে ভিডিওটি শেয়ার করে এজাজ ক্যাপশনে লেখেন, ‘সরি ক্যাটরিনা কাইফ। ক্যাটরিনা কাইফের কাছে আন্তরিকভাবে ক্ষমা চাইছি। বিগ বস-এ সলমন খান বিষয়টি উল্লেখ করার পর বিষয়টি

নিয়ে ভাবি এবং বুঝতে পারি যে আমার কথায় ক্যাটরিনা ও তাঁর অনেক ভক্ত কষ্ট পেয়ে থাকতে পারেন। বডি-শেমিং করা আমার উদ্দেশ্য কখনও-ই ছিল না। সলমন খান এবং যাঁরা আমার কথায় কষ্ট পেয়েছেন তাঁদের কাছেও আমি ক্ষমাপ্রার্থী। সত্যিই আমার কথার জন্য অনুতপ্ত।’

ভিডিওতে এজাজ আরও

যোগ করেন, আমি

সলমন খানের বিগ বসের সেই ক্লিপটি দেখছিলাম যেখানে তিনি আমার কথা উল্লেখ করে বলেছিলেন যে ক্যাটরিনাকে নিয়ে এমন কথা বলা উচিত হয়নি। এটা দেখার পর সত্যিই মনে হয়েছে যে ওই কথাগুলো বলা একদমই উচিত



হয়নি। আমি সলমন ও ক্যাটরিনা দু’জনেরই বড় ভক্ত। কিন্তু ভিডিওটি

ফের্দ করার সময় কোন

পরিস্থিতিতে বা কীভাবে আমি ওই কথাগুলো বলে ফেলেছিলাম তা জানি না।

ভিডিওর জনপ্রিয়তা বাড়তে একটু মজা করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু আমার কথায় অনেক মানুষ কষ্ট পেয়েছেন।’

রিয়্যাল টাইমে ৩৭ জন অভিনেতা ক্যামেরাবন্দি!

মুক্তির এখনও প্রায় এক বছর বাকি। তার আগেই নজির গড়ল অল্লু অর্জুন ও দীপিকা পাডুকোন অভিনীত বহুপ্রতীক্ষিত ছবি ‘রাকা’। দক্ষিণী তারকা অল্লু অর্জুন এবং পরিচালক অ্যাটলির প্রথম যৌথ কাজ এই ছবি। মুক্তির আগেই গিনেস বুক রেকর্ড গড়েছে রাকা। প্রযুক্তিগত দিক থেকে এই পালক যুক্ত হয়েছে রাকা-র মুকুটে।

জানা যাচ্ছে, রিয়্যাল টাইমে একসঙ্গে ৩৭ জন অভিনেতাকে ক্যামেরাবন্দি করা হয়েছে। প্রযুক্তির তারকার হাতে রয়েছে গিনেস-এর শংসাপত্র। প্রযোজনা সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, একই সময়ে ৩৭ জন শিল্পীর গতিবিধি ক্যামেরাবন্দি করার নজির তৈরি করেছে রাকা। গিনেস বিশ্বরেকর্ডের ওয়েবসাইটেও এই রেকর্ডের উল্লেখ করা হয়েছে।



একটি ছবি পোস্ট করা হয়েছে, যেখানে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছেন অল্লু অর্জুন ও অ্যাটলি। দক্ষিণী তারকার হাতে রয়েছে গিনেস-এর শংসাপত্র। প্রযোজনা সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, একই সময়ে ৩৭ জন শিল্পীর গতিবিধি ক্যামেরাবন্দি করার নজির তৈরি করেছে রাকা। গিনেস বিশ্বরেকর্ডের ওয়েবসাইটেও এই রেকর্ডের উল্লেখ করা হয়েছে।

চীনা দাপট অব্যাহত, প্রথম সোনা ভারতের

নাগোয়া, ২২ সেপ্টেম্বর (সংবাদ সংস্থা) : এশিয়ান গেমসে মঙ্গলবার ভারতের অপেক্ষার অবসান। সোনার খরা কাটিয়ে প্রথমবার পোডিয়ামে শীর্ষে উঠল ভারত। মহিলাদের টি২০ ক্রিকেটে শ্রীলঙ্কাকে ১৪৭ রানে হারিয়ে সোনা জিতল হরমণপ্রীত কৌরের দল। অন্যদিকে, চীনের দাপট অব্যাহত। পদক তালিকায় শুধু সোনার সংখ্যাতেই নয়, মোট পদকেও বাকিদের থেকে অনেকটা এগিয়ে রয়েছে চীন। আয়োজক জাপান দ্বিতীয় এবং দক্ষিণ কোরিয়া তৃতীয় স্থানে।

মঙ্গলবারের সবচেয়ে বড় ভারতীয় সাফল্য এল ক্রিকেট থেকে। এই সোনার ফলে মঙ্গলবারের শেষে ভারতের পদক সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৭— যার মধ্যে ১ সোনা, ৪ রূপো এবং ২ ব্রোঞ্জ। ফলে পদক তালিকায় ভারতের অবস্থানও আগের তুলনায় উপরে উঠেছে। দিনের শুরুতে ছয় পদক নিয়ে ভারত সোনাশূন্য ছিল। ক্রিকেটের সোনাই বদলে দিল ছবিটা। ১২ থেকে আট নম্বরে উঠে এল তারা।

তবে শুধু ক্রিকেট নয়, অন্য খেলাতেও ভারতের লড়াই ছিল নজরকাড়া। পুরুষদের ব্যাডমিন্টন দল জাপানকে ৩-০ হারিয়ে সেমিফাইনালে উঠে অন্তত ব্রোঞ্জ পদক নিশ্চিত করেছে। লক্ষ্য সেন, সাত্ত্বিকসাইরাজ রাঙ্কিরেড্ডি-চিরাগ শেট্টি এবং আয়ুষ শেট্টির

পারফরম্যান্সে ভারতীয় দল শেষ চারে জায়গা করে নেয়। মহিলাদের দল অ ব শ য জা পানে ব কাছে ১-৩ হে ব. কোয়ার্টার

ফাইনালেই থেমেছে। টেবিল টেনিসে ভারতের মহিলারা থাইল্যান্ডকে ৩-২ হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছে।

শুটিংয়ে অবশ্য হতাশা। ১০ মিটার এয়ার রাইফেলের মিক্সড টিম ফাইনালে এলাভেনিল ভালারিভান ও পার্থ মানে চতুর্থ হন। মাত্র এক ধাপের জন্য পদক হাতছাড়া। চীনের ওয়াং জিফেই ও শেং লিহাও ৫০৭.১ পয়েন্ট তুলে বিশ্বরেকর্ড সহ সোনা জেতেন।

এশিয়াডের পদক দৌড়ে সবচেয়ে বড় ছবি অবশ্য চীনের। মঙ্গলবারের হিসাব অনুযায়ী চীন ৩২ সোনা সহ মোট ৫৩ পদক নিয়ে শীর্ষে। মঙ্গলবার তারা নয়টি সোনা জিতেছে। দ্বিতীয় স্থানে আয়োজক জাপান, তিনে দক্ষিণ কোরিয়া। চীনের আধিপত্যের অন্যতম কারণ সাঁতার ও

এ পর্যন্ত পদক তালিকা				
দেশ	সোনা	রূপো	ব্রোঞ্জ	মোট
চীন	৩২	১৩	৮	৫৩
জাপান	১১	১৬	১৯	৪৬
দক্ষিণ কোরিয়া	৬	৪	১৭	২৭
কাজাখস্তান	৬	১	৫	১২
থাইল্যান্ড	৪	১	১	৬
হংকং	৩	৫	৪	১২
তাজিকিস্তান	২	১	১	৪
ভারত	১	৪	২	৭
উজবেকিস্তান	১	৪	১	৬
চীনা তাইপে	১	৩	৫	৯

শুটিং। মাত্র ১৩ বছরের ইউ জিদি ইতিমধ্যেই একাধিক ব্যক্তিগত সোনা জিতে নজর কেড়েছে। মঙ্গলবারও চীনের সাঁতাররা সাফল্য পেয়েছেন। অন্যদিকে জাপানের ১৭ বছরের ইউমেকি কোজিমা ৪০০ মিটার ব্যক্তিগত মেডলিতে সোনা জিতে গেমস রেকর্ড গড়েছেন। তাঁর সময় ৪ মিনিট ৭.০২ সেকেন্ড। সঙ্গে বিশ্ব জুনিয়র রেকর্ডও।

ফলে এশিয়াডের পদক-দৌড়ে আপাতত ছবিটা স্পষ্ট—চীন অনেকটা এগিয়ে। ভারতও মঙ্গলবারের সোনায় গতি পেল। সামনে শুটিং, কুস্তি, বক্সিং, ব্যাডমিন্টন, অ্যাথলেটিক্স, পুরুষদের ক্রিকেট, হকি ও কবাবির মতো একাধিক পদকের সম্ভাবনাময় ইভেন্ট রয়েছে। ফলে বেশ কিছু পদক আশা করা যায়।

শ্রীলঙ্কাকে দাঁড়াতেই দিলেন না সোনার মেয়েরা



নাগোয়া, (সংবাদ সংস্থা) : টস এশিয়ান গেমসে মেয়েদের জিতেই ব্যাটিং নিয়েছিলেন হরমণপ্রীত কৌর। লক্ষ্যটা তখনই পরিষ্কার—বোর্ডে এমন রান তুলতে হবে, যা তাড়া করতে নেমে শ্রীলঙ্কার ঘাম ছুটবে। জাপানের কোরোগি স্পোর্টস পার্কে শেষ পর্যন্ত ঠিক সেটাই করল ভারতীয় মেয়েরা। ২০ ওভারে ৩ উইকেটে ২১৬ রান তুলে ফাইনাল কার্যত একপেশে করে দিলেন স্মৃতি মন্ডানারা।

এশিয়ান গেমসে মেয়েদের ক্রিকেটে এটাই সর্বোচ্চ দলীয় রান। জবাবে শ্রীলঙ্কা ১৫.৪ ওভারে মাত্র ৬৯ রানে অলআউট। ১৪৭ রানের বিশাল ব্যবধানে জিতে সোনা ধরে রাখল ভারত। ২০২২ হাংকৌ এশিয়াডের পর এবার জাপানেও মেয়েদের ক্রিকেটের সোনার পদক ভারতেই থাকল।

শুধু সোনা নয়, এই জয়েই টি-টোয়েন্টিতে রানের ব্যবধানে নিজেদের সবচেয়ে বড় জয়ের

রেকর্ড গড়ল ভারত। এর আগে ২০১৮ এশিয়া কাপে মালয়েশিয়ার বিরুদ্ধে ১৪২ রানে জিতেছিল ভারত। সেই নজির ছাপিয়ে গেলেন হরমণপ্রীতেরা। উল্টোদিকে, শ্রীলঙ্কার মেয়েদের টি-টোয়েন্টি ইতিহাসে এটিই সবচেয়ে বড় ব্যবধানে হার।

ভারতের বড় রান তোলার ভিত গড়ে দেন দুই ওপেনার। ১০ ওভারে ৯৯ রানের জুটি গড়েন শেফালি বর্মা ও স্মৃতি মন্ডানারা। ২৯ বলে ৪৮ রান করে ফেরেন শেফালি। তাঁর ইনিংসে ছিল তিনটি করে চার ও ছক্কা। এই ইনিংসের পথে এক ক্যালেন্ডার ইয়ারে মেয়েদের টি-টোয়েন্টিতে সর্বাধিক রানের নজিরও গড়েন শেফালি। দক্ষিণ আফ্রিকার লরা উলভার্টের ৮২৪ রান টপকে এ বছর তাঁর সংগ্রহ দাঁড়াল ৮৬৩।

এরপর মঞ্চ দখল করেন স্মৃতি।

৪৫ বলে ৭৯ রানের দুরন্ত ইনিংস খেলেন তিনি। ব্যাট হাতে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে প্রথম মহিলা ক্রিকেটার হিসাবে ১১ হাজার রানের মাইলফলকও স্পর্শ করেন ভারতের এই বাঁহাতি ওপেনার। মাইলফলক থেকে ম্যাচের আগে তাঁর প্রয়োজন ছিল মাত্র ১৩ রান।

শেষদিকে ঝড় তোলেন রিচা ঘোষ। ২২ বলে অপরাজিত ৪৯ রান করেন তিনি। তিনটি ছক্কা ও ছয়টি চারে সাজানো তাঁর ইনিংস ভারতকে পৌঁছে দেয় ২১৬ রানে। ভারতী ফুলমালির সঙ্গে মাত্র ১৯ বলে ৫৩ রানের অবিচ্ছিন্ন জুটি গড়েন রিচা। রান তাড়া করতে নেমে শুরুটা মন্দ করেনি শ্রীলঙ্কা। পাওয়ারপ্লেতে ২ উইকেটে ৪১ রান তোলে তারা। কিন্তু তার পরেই ম্যাচের মোড় ঘুরে যায়। পরের চার ওভারে মাত্র ১১ রান তুলতেই আরও চার উইকেট হারায় শ্রীলঙ্কা।

ভারতীয় টপ অর্ডার। শেষপর্যন্ত বোলারদের কৃপায় জেতে ভারত।

দুই দেশের ৭৫ বছরের কুটনৈতিক সম্পর্কের উদযাপনে এই ম্যাচের আয়োজন করা হয়। নাম দেওয়া হয় সুজুকি কাপ। এই প্রথম দুই দেশের মধ্যে ক্রিকেট ম্যাচ। ঐতিহাসিক ম্যাচে আবারও সুযোগ পাননি বৈভব সূর্যবংশী। ধরে রাখা হয় সঞ্জু স্যামসন এবং

এশিয়ান গেমসে বাঙালির অংশগ্রহণ

কানাইলাল জানা—

বাঙালির খেলাধুলো এবং আইচি- নাগোয়া এশিয়ান গেমসে বাঙালি খেলোয়াড়ের অংশগ্রহণ অদ্য ১৯-০৯-২৬ ২০তম ২০২৬ জাপান এশিয়ান গেমসের উদ্বোধন ভারতীয় সময় দুপুর আড়াইটায়। পতাকা বাহক শুটার মনু ভাকের। যদিও খেলা শুরু হয়েছে দুদিন আগে থেকে। পার্টিশিপেন্ট এবং সাপোর্টিং স্টাফ মিলে ভারতের ১৭০০ জনের দল, সংখ্যায় অলিম্পিকস দলের থেকেও বেশি। মোট ৩৭ রকম খেলায় ৪৬৮টি পদকের জন্য লড়াইবেন ৫০৮ জন ভারতীয় অংশগ্রহণকারী, নীরজ চোপড়াকে বাইরে রেখে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ থেকে ক'জন? জানলে চোখে জল আসতে বাধ্য। ২০২৬ গ্লাসগো কমনওয়েলথ গেমসে ভারত ৩৯টি পদক পেয়ে চতুর্থ স্থান পেলেও পশ্চিম বঙ্গবাসী বাঙালির প্রাপ্তি শূন্য। ত্রিপুরার বাঙালি অস্মিতা দে জুডোতে পেয়েছেন সোনা। দেবের দাদাগিরিতে এসেও ধর্মণগরের অস্মিতা চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। তার আগে সকল বাঙালির হয়ে একসময় ত্রিপুরার-ই অ্যাথলেট দীপা কর্মকার অনেক সম্মান এনে দিয়েছিলেন। দীর্ঘদিন ধরে এই বাংলার বাঙালিরা খেলাধুলোয় পিছিয়ে পড়েছেন অনেকটাই। সরকারের কোনো হুঁশই ছিল না। ক্লাবগুলোও দায়ী। ছিলেন না 'খিদদার' মতো মেন্টর। বিশেষ করে ফুটবল নিয়ে মনোভাব। পলাশির যুদ্ধের পর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যেমন সোনার বাংলার সম্পদ লুট করে ইংল্যান্ডে চালান করে দিয়েছিল তারই ছোট সংস্করণ চলছে বাংলার ফুটবল এবং ক্রিকেটের ক্ষেত্রে। দেশের প্রধান প্রতিযোগিতা আইএসএলে খেলছে কলকাতার প্রধান তিনটি দল অথচ ম্যাচ খেলছে একজন দু'জন মাত্র বাঙালি প্লেয়ার। কখনো বা বাঙালি শূন্য হয়ে। মোটকথা ফুটবলে বাংলার উন্নতি নেই। জাতীয় ক্রিকেটও বাঙালি শূন্য। এমনকি বাংলা যদি সন্তোষ ট্রফিও জেতে, বিজয়ী প্লেয়াররা সুযোগ পান না আইএসএলে। ফুটবলে তাঁড়ার শূন্য করে অর্থ চলে যাচ্ছে বিদেশে বা অন্য রাজ্যে কিন্তু তার কিছুটা অংশ যদি খরচ করা হত অন্যান্য খেলায় তাহলে এতটা দৈন্য দশা হত না বাংলার। গ্লাসগো কমনওয়েলথ ফাইনালে ওঠা জিম্নাস্ট প্রতিষ্ঠা সামন্ত নেই এশিয়াডে। পিংলার এথলেটিক্স প্রগতি নায়ক গেছেন উড্ডিয়ার হয়ে। নদিয়ার মদনপুরের সাইক্লিস্ট ত্রিয়াসা পাল গেছেন দিল্লির হয়ে। কলকাতার তিরন্দাজ অক্ষিতা ভগত গেছেন বাড়াখণ্ডের হয়ে। টেবিল টেনিসে অক্ষুর ভট্টাচার্য হরিয়ানার হয়ে। খোদ পশ্চিমবঙ্গ থেকে মাত্র চারজন তাঁরা সকলে মেয়ে— টেবিল টেনিসে বাঘাঘাতীনের সিড্ডোলা দাস, নৈহাটির সুতীর্থা মুখোপাধ্যায়। ক্রিকেটে শিলিগুড়ির রিচা ঘোষ, রাগবিতে শিলিগুড়ির চাবাগানের সন্ধ্যা রাই। কথা এগিয়েও এশিয়াডের মূল পর্বে নেই যোগাসন। তাহলে পাওয়া যেত বিশ্বচ্যাম্পিয়নে সোনা জয়ী অভয় বর্মণ, ঋতু মন্ডল, ঋতু ঠাকুর, দেবরুপা নাগ, সানভিতা ব্যানার্জিদের। অথচ 'উশু' যোগ হয়েছে ঠিকই যে খেলা আসলে মার্শাল আর্ট, যে খেলায় ওস্তাদ চিনেরা এবং পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য দেশ বর্তমান পশ্চিম বঙ্গ সরকারের বিশাল দায় সবারকম খেলাধুলোয় গভীর মনোনিবেশ করে অন্তত একজন জ্যোতির্ময়ী শিকদার বা বুলু চৌধুরী তৈরি করা যার জন্য প্রয়োজন পাঁচশালা বন্দোবস্ত।



অভিষেক শর্মার ওপেনিং জুটি। কিন্তু এদিন আর শুরুতে রানের ফোয়ারা হয়নি। বরং, একের পর এক উইকেট হারায় ভারত। সানো আন্তর্জাতিক ক্রিকেট গ্রাউন্ডে টসে জিতে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেন শ্রেয়স। শুরুতেই ভরাডুবি। প্রথম বলে শূন্য রানে ফেরেন অভিষেক। ৭ বলে ৯ রান করেন সঞ্জু। ব্যর্থ ঈশান কিষাণও (৩)। শ্রেয়স ১২ বলে ১৬ রান করেন। ৫ ওভারের শেষে ৪ উইকেট হারিয়ে ৩২ রান তোলে ভারত। জবাবে ব্যাট করতে নেমে ঐতিহাসিক জয় তুলে নেওয়ার সুযোগ ছিল জাপানের সামনে। অধিনায়ক কেনেদেল কাদোওয়াকি ফ্লেমিং শুরুটা খারাপ করেননি। ১২ বলে ১২ রান করেন। জাপানের অধিনায়ক আউট হতেই সমস্যা (৩)। শ্রেয়স ১২ বলে ১৬ রান পড়ে সামুরাইরা।

জাপানকে ২ রানে হারিয়ে মানরক্ষা হল ভারতের

সানো, ২২ সেপ্টেম্বর (সংবাদ সংস্থা) : রুদ্ধশ্বাস ম্যাচ। অল্পের জন্য লজ্জার হাত থেকে বাঁচল টিম ইন্ডিয়া। লিলিপুটদের কাছে হারের প্রায় দোরগোড়ায় পৌঁছে গিয়েছিল শ্রেয়স আয়াররা। ৬ বলে ৮ রান প্রয়োজন ছিল জাপানের। সেখান থেকে শেষ লক্ষ্য ছিল, এক বলে ৪

রান। অভিজ্ঞতার অভাবে ম্যাচ হাতছাড়া হয় জাপানের। নয়তো এদিন বিরাট লজ্জার মুখে পড়তে হত বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের। কিন্তু শেষপর্যন্ত স্নায়ু ধরে রেখে জয় ছিনিয়ে নেয় ভারত। মাত্র ২ রানে জেতেন শ্রেয়সরা।

বৃষ্টির জন্য ম্যাচ কমে ৫

ওভারের হয়। প্রথমে ব্যাট করে ৪ উইকেট হারিয়ে ৩২ রান তোলে টিম ইন্ডিয়া। বর্তমানে টি২০ ক্রিকেটের যুগে যা নেহাতই কম। সংক্ষিপ্ত ফরম্যাটে পাওয়ার প্লেতে একাধিকবার একশো রানের কাছাকাছি পৌঁছে যেতে দেখা যায় দলগুলোকে। এদিন ডাহা ব্যর্থ